রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২৯ কার্তিক – ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ঃ ১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 5, 16 November - 22 November, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: আইপিএল–এ শাহরুখ খানের দল কলকাতা

নাইট রাইডার্সে খেলাকালীন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিং খানের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল বলে মনে করে ওয়াকিবহাল মহল। সেই যুযুধান দুজনকে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী মঞ্চে মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার : রাম মন্দির হবে বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমিতেই।

এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বাবরি মসজিদের জন্য মন্দির চত্বরের বাইরে আলাদা জায়গা দেওয়ার কথাও এই রায়ে বলা হয়েছে।

সোমবার : পাকিস্তানের দেওয়া নাম 'বুলবুল' সাইক্লোনে বিধ্বস্ত

হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং বাংলাদেশের কিছুটা এলাকা। ঝড়ে দুই বাংলায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু বাড়িঘর ও আবাদি ফসল।

মঙ্গলবার : রাজ্যের ৩টি কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন হতে চলেছে

মাসের শেষ লগ্নে। ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনকে সন্ত্রাস মুক্ত ও অবাধ করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন বেশ কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট তিন কেন্দ্রে।

বুধবার : ১৯ দিনের টালবাহানার পর অবশেষে মহারাষ্ট্রে

জারি হলো রাষ্ট্রপতি শাসন। প্রসঙ্গত, বিজেপি এবং শিবসেনা জোট করে ভোটে লড়লেও নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীত্বের দাবিতে বেঁকে বসে বাল ঠাকারের দল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ার পথে এগোচ্ছিল শিবসেনা ও এনসিপি।

বৃহস্পতি : বুলবুলের মোকাবিলায় ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে

উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়ে দিলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের রঙ দেখে ত্রাণ বিলি না করতে।

শুক্রবার : রাফাল মামলা নিয়ে এবার শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনার

মুখে পড়লেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীকে চৌকিদার বলার জন্য কার্যত রাহুলের ওপর এই সুপ্রিম বিষোদ্গার বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ত্রাণ নিয়ে চিন্তায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সপ্তাহে বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে দুই ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী অকালে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুই পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আছে ৮ জন মৎস্যজীবী। গত ১১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বকখালি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, সাগরদ্বীপে হেলিকপ্টারে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তারপর দুপুরে কাকদ্বীপ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এক প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখানে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, জেলাশাসক, সভাধিপতি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক ও সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হেলিকপ্টার থেকে যা পরিস্থিতি আমি দেখছি তা ভয়াবহ, বুলবুলের দাপটে রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

এরপর পাবান কিংবা আম্ফান
প্রস্তুত হতে হবে সুন্দরবনবাসীকে

ঘর ভেঙেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল, নামখানায়। –নিজস্ব চিত্র

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আয়লা, হুদহুদ, তিতলি, গাজা, ফণী কিংবা বুলবুল একে একে সকলে এসেছে এই সুন্দরবনে। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগই রেহাই দেয়নি সুন্দরবনবাসীকে। সকলেই কাঁদিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘ, কুমিরের সাথে প্রতিদিন লড়াই করা মানুষগুলিকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কেড়ে নিয়েছে ধনসম্পদ থেকে শত শত প্রাণ। তাতেও যেন তৃপ্ত নয় এই প্রকৃতি। আবারও আগামী দিনের জন্য প্রহর গুনতে হবে পাবান ও আম্ফান–এর মতো ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য।

১৯৬০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৩৬টি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ৯টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে নভেম্বর মাসে। সবথেকে বেশি ১৩ টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে মে মাসে। পরবর্তী দুটি ঘূর্ণিঝড় পাবান ও আম্ফান এর জন্য এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে নদীনালা বেষ্টিত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকার বাসিন্দাদের। নচেৎ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সমগ্র সুন্দরবন সহ আশপাশের এলাকাও। হতে পারে প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে অনিল, আকাশ, সিডর, নার্গিস, রেশমি, খাইরুন, নিসা, বিজলী, আইলা, ওয়ার্ড, মহাসেন, হুদহুদ, কোমেন, রোয়ানু , নাদা, মোরা, তিতলি, গাজা, ফণী, বুলবুল এর মতো প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় দাপট দেখিয়ে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক করেছে। সুন্দবনবাসীদের সবথেকে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে দাঁড় করিয়েছিল ২০০৯ সালের ২৫মে সোমবারের বিধ্বংসী আয়লা। সেই ক্ষত শুকাবার আগে আরো নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়েছে সুন্দরবনে। আগামী দুটি ঘূর্ণিঝড় পাবান ও আম্ফান–এর নামকরণ করেছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। এখন থেকেই তৈরি হতে হবে সুন্দরবন সহ পশ্চিমবঙ্গকে। তৈরি হতে হবে বিপর্যয় মোকাবিলা ও ত্রাণ বন্টনের ত্রুটিগুলিকে সরিয়ে রেখে।

বিশাল সিদ্ধান্ত বিপুল সংযম

ওঙ্কার মিত্র : গত ১০ নভেম্বরের ভোরটা এ জীবনে কোনওদিন আসবে বলে ভাবিনি। যে ভোরে কাশ্মীর–অকাশ্মীর ভেদাভেদ নেই, বাবরি মসজিদ–রামমন্দির বিবাদ নেই। পরপর দুটি বিশাল সিদ্ধান্ত, পরপর দুটি বিপুল সংযম। ভারতবাসী দেখালো ১৯৯২ আর ২৯১৯–এ অনেক বদল হয়েছে মানসিকতায়। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ করেছিল সংসদ। বাবরি মসজিদ–রামমন্দির বিবাদ ঘোঁচালো শীর্ষ আদালত। গণতন্ত্রের এই দুই স্তম্ভের পাশাপাশি তৃতীয় স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমও দূরে থাকল প্ররোচনা থেকে। ৭৩ বছরের সাবালক স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্ভবত এই প্রথম বুঝলো উন্নয়নের পূর্ণ প্রকাশ সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের মলিনতায় কখনই সম্ভব নয়।

১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বরের ভোরটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সক্কাল বেলায় ডাক পড়েছিল দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা 'কভার' করতে যাওয়ার জন্য। কার্ফু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সেদিন দেখেছিলাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। প্রশাসন ত্রাণ বন্টনের মাধ্যমে তখনকার মতো পরিস্থিতি সামলালেও সে ক্ষত গত ৯ নভেম্বরের দুপুর পর্যন্ত দগদগ করছি শাশ্বত ভারতবর্ষের শরীরে। মিটল শীর্ষ আদালতের রায়ে। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ১৩৪ বছর ধরে বাবরি মসজিদ–রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে বাজারে খোলা রাজনৈতিক দোকানগুলি। এবারেও তারা ভেবেছিল রায় ঘোষণার পর কি সর্বনাশটাই না হবে দেশের। চারদিকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে, বিক্রিবাটা জমবে দেদার। ভারতবাসী সব আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে। ইগোর আগুন নিভে গেছে দুতরফেই। দেখে শুনে ভোল পাল্টেছে রাজনৈতিক নেতারা। এখনও অবশ্য অনেক নেতাই এই দোকান বন্ধ মানতে পারেন নি। চেষ্টা করছেন বাবরি ধ্বংসের রায় নিয়ে শোরগোল তুলে ফের দোকান খোলার। মানুষ এটাকেও ব্যর্থ করবেন বলেই রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস। ভারতবাসীর এই সংযম আন্তর্জাতিক ভাবে দেশকে যেখানে পৌঁছে দিল তা যে আগামীর সোপান হিসাবে কাজ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার ফিরে তাঁর স্লোগানে যোগ করেছেন নতুন শব্দবন্ধ 'সবকা বিশ্বাস'। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি যে তা সার্থক হয়ে উঠবে সম্ভবত তা নিজেও ভাবেন নি তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আসলে এটা কারও ব্যক্তিগত ম্যাজিক নয়। গত ৭৩ বছরে ভারতবাসী রাজনৈতিক দলগুলিকে অবিশ্বাস করতে শিখেছে। বুঝেছে মানুষের স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোই রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান খাদ্য। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে হয়তো মন্দির মসজিদের দখল নেওয়া সম্ভব। কিন্তু খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মহলের দাবি প্রশাসন শুধু নিজেদের কড়া অবস্থান নেওয়া ছাড়া কিছুই করে নি। ১৯৯২ সালে কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও সামলানো যায়নি পরিস্থিতি। কারণ মানুষের মন তৈরি ছিল না। এবার তা হয়নি। কোন রাজনৈতিক দলকেই সুযোগ দেয় নি মানুষ। ফলে নতুন চেহারায় উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতবর্ষ।

বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

ব্রজেশ্বর রায় ● দিনহাটা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহার সফরের তিন দিন আগে সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটার ভেটাগুড়িতে।

গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভেটাগুড়ির খারিজা বালাডাঙ্গা এলাকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের পেটলা এলাকার বোরোডাঙ্গা থেকে পাখিহাগা হয়ে লক্ষীর হাট হয়ে খারিজা বালাডাঙ্গা কনক অধিকারীর বাড়ির কাছে বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির বিপরীতে পৌঁছায়। পুলিশকে দেখেই সেখান থেকে দুজন পালিয়ে যেতে থাকে। ধাওয়া করে পুলিশ। ওই দুজন ব্যক্তি সরু রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে একটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। পুলিশও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। পুলিশেকে দেখে সেখানে থাকা ১০ থেকে ১২ জন ওই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর ওই বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করলে সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে বোমা, সুতলি, ব্ল্যাক টেপ, কৌটো বোমা, ৬ বোতল স্পিরিট, কলকে, মদের বোতল ও দুটি স্ট্যান্ড ফ্যান। বাড়ির মালিকের নাম মনোজ দাস। এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

দামের আগুন নেভাতে বাজারে অভিযানের নির্দেশ

কুনাল মালিক

বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কমতেই বাজারে আলু–পিঁয়াজ ও সবজির মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে চলেছে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষরা অগ্নিমূল্যে নাজেহাল। পুজোর পর থেকেই আলুর দাম বাড়তে থাকে। শুক্রবার আলু বিক্রি হয়েছে ২৫ টাকা কেজি দরে। মাঝখানে পিয়াজের দাম কমলেও বর্তমানে খুচরো বাজারে পিঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে। শীতকালীন সবজি বাজারে এলেও ফুলকপি ছাড়া অন্যান্য সবজি মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। পটল–ঝিঙে বেগুন, টমাটো বিক্রি হচ্ছে ৬০–৭০ টাকা কেজি দরে।

হিমঘরে মজুত আলুর পরিমান কমে আসছে। নতুন আলু আসতে আসতে ডিসেম্বর পেরিয়ে যাবে। তাই আলুর দাম কমার সম্ভাবনা কম। পেঁয়াজের ব্যাপারে এই রাজ্যের কিছু করার নেই। এখন পেঁয়াজ আসছে মহারাষ্ট্র–অন্ধ্র থেকে। সেখানে দাম বাড়ায়, এখানেও বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে অসময়ে বৃষ্টির জন্য চাষ দেরিতে হয়েছে। সংরক্ষিত পেঁয়াজের পরিমানও কমে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিত্য প্রয়োজনীয় আলু পিঁয়াজ সবজির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নবান্নে এক টাস্ক ফোর্সের সভা করেন। সেখানে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক শ্রেণির ফড়েদের জন্য অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। তিনি সি আই ডি, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও পুলিশকে বাজারে অভিযান চালাতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুফল বাংলায় পিঁয়াজ ৫৯ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও সুফল বাংলা বাড়ানো হবে।

গ্রামেগঞ্জে বিপজ্জনক ভাবে বাড়ছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কোন শিশুকে বিপজ্জনক শিল্পে বা অন্য কোন রকম কাজে নিয়োগ করা যাবে না। দেশের মহামান্য আদালত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা স্বত্বেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিতে এ ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি বাড়ছে অবহেলিত শিশুর সংখ্যাও। শিশু শ্রমিকদের বিপজ্জনক শিল্প থেকে সরিয়ে এনে সরকারি ভাবে তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও এই জেলায় তার কোনও উদ্যোগ নেই। বেসরকারি

শিশু দিবসের জলছবি

হিসাবে সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, মগরাহাট, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, জীবনতলা, জয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। তারা বাড়ি নির্মাণ, বিড়ি তৈরি, কার্পেট বোনা, সাবান তৈরি, জরীর কাজ (বাটিক শিল্প), ইটভাটার কাজ, বাসের মেরামতিতে সাহায্য সহ ট্রেনে ভিক্ষাবৃত্তির কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বলা হয়েছে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সরিয়ে এনে তাদেরকে নির্দিষ্ট স্কুলে ভর্তি করতে হবে। সঙ্গে দেখতে হবে পুষ্টির দিকটাও। আরও বলা হয়েছে, স্কুলে একবার রান্না করে খাওয়ানোর পাশাপাশি প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে দিতে হবে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে। প্রকল্প অনুযায়ী হোটেল, ইটভাটা, সহ বিভিন্ন স্থানে শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে কাজ করালে কুড়ি হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। এই জরিমানার পাশাপাশি সরকারি ভাবে আরো পাঁচ হাজার টাকা যোগ করে শিশুটির ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

একই ব্যক্তি প্রাইমারি শিক্ষক ও রেশন ডিলার হয় কি করে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইন বলে যে কোনও ব্যক্তি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করলে আর কোনও লাভজনক ব্যবসায় যুক্ত থাকতে পারেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া জেলার পাঁজলা অঞ্চলের বিকাশ কুমার বাগ বনহরিশপুর হাই মাদ্রাসা এটাচ প্রাইমারিতে শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা বাগও প্রাইমারি স্কুলের প্যারা টিচার। অথচ মা, ছেলে ও বউমার নামে পার্টনার শিপে একটি রেশন দোকানের লাইসেন্স আছে। ওনারশিপে নাম আছে বাসন্তী বাগ, বিকাশ বাগ, অঞ্জনা বাগ। লাইসেন্স নম্বর : HWH, HRAS-PN-CL-134100300002-17 খবরে প্রকাশ যে উক্ত বিকাশ বাগ নিখিল

দুর্নীতির বারোমাস্যা

বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বড় নেতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এম আর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (S/14252) এর হাওড়া জেলা সম্পাদক। প্রশ্ন হল খুঁটির জোরেই কি দুই সরকারের আমলেই বে–আইনি কাজ করে চলেছে? আর প্রশাসন কি জেগে ঘুমুচ্ছে? প্রশাসনের ঘুম ভাঙানোর জন্য বিকাশ বাগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতরে দুটি দরখাস্ত জমা পড়েছে। ১মটি গত ২৩/৮/২০১৮ এবং ২য়টি গত ২২/৯/২০১৯ তারিখে। খাদ্য দফতরেও অভিযোগ জমা পড়েছে।

এখন সংশ্লিষ্ট দফতরের কুম্ভকর্ণের ঘুম কবে ভাঙে তারই অপেক্ষায় জনগণ।

বিপন্ন জনজীবন

গোপাল মৈত্র ● মালদা

শহরের বাইপাস বন্ধ, কাজ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। শহরের মধ্যে দিয়ে সমস্ত যানবাহন এর চলাচল। ব্যস্ততম শহর আজ থমকে দাঁড়িয়ে যায় প্রতিদিন স্কুল, কলেজ ও অফিসের সময়। মানুষের চলাচল করা দায়। কবে হবে এর সমাধান? এই খবর জানতে আমরা গেছিলাম ঠিক যেখানে সেই কাজ চলছে, সেই বাইপাস। কথা বলেছি ন্যাশনাল হাইওয়ে সুপারভাইজার অলোক কুমার মণ্ডলের সঙ্গে, তিনি জানান আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে চালু হবে এক দিকের রাস্তা। সম্পূর্ণ রাস্তা তৈরি হতে এখনো ২–৩ মাস সময় লাগবে। ১৬ নভেম্বর থেকে বাইপাস খোলা হবে এবং শহরের যে জ্যাম তা থেকে রক্ষা পাবে মালদা শহরবাসী।

এদিকে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স জানিয়েছে ১৬ নভেম্বর থেকে বাইপাস না খুললে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। অনেক মানুষই আজ জানেননা যে কবে হবে এর স্থায়ী সমাধান। এমত অবস্থায় ১৬ নভেম্বর এর দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ী থেকে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সরকারি কাজের এই গড়িমসিতে ব্যাপক ভাবে ক্ষুব্ধ।

ফিল্মোৎসব : পঁচিশের ওপারের গল্প শোনালেন মাধবী

চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫ বছর হল। কিন্তু এ উৎসব অনেক দিনেরই। টাইম মেশিনে করে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করলেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

একবার মানিকদা (সত্যজিৎ রায়) তৎকালীন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন, চলচ্চিত্র উৎসবটা কি করে ভালো করা যায় দেখুন না। রবীন্দ্রসদনে বুদ্ধবাবু এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় জ্যোতি বসু সকলকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। মানিকদাই ছবি বাছতেন কি কি দেখান হবে। আমরা একসাথে দেখতাম। দেশ বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয় উৎসবের। এরপর ১৯৫ সালে পুরোপুরি সরকারিভাবে শুরু আজও চলছে যা দেখতে দেখতে ২৫ বছর অতিক্রম করল। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে এক বর্ণোজ্জ্বল চলচ্চিত্র উৎসব আমরা উপহার পেয়েছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে বিশ্বের দরবারে এক স্বর্ণোজ্বল নাম করার চেষ্টায় রয়েছেন। এমন এক উৎসবের উপদেষ্টা হিসাবে আমাকে তারা রেখেছেন যা সত্যিই আনন্দের।

তবে মনে পড়ে যাচ্ছে আমার সেই... হ্যাঁ সেই ৫০ বছর আগেকার কথা। তখন নন্দন ছিল না। ছিল অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ যা অনেকেই আজ আর নেই। তখন আমরা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য বসে থাকতাম। বিদেশের ছবি আসবে এবং আমরা দেখব সেই আনন্দে। তখন অনুভাদি (অনুভা গুপ্ত) ছিলেন। উনি কোন কোন সিনেমা আমরা দেখব তার একটা লিস্ট বানাতেন। এবং সেই ভাবে টিকিট কাটা হতো। কেমন ছিল? বিভিন্ন সিনেমা... এই পাঁচ–ছটা সিনেমা বা তারও কিছু বেশি হবে নিয়ে একটি টিকিট। তবে একই হল তা নয়, বিভিন্ন হলে। তাই আমরা একটা সিনেমা দেখে আবার অন্য হলের দিকে ছুটতাম ওই সিনেমাটা দেখবার জন্য। প্রত্যেক দিন নিয়মিত ছিল আমাদের এই রুটিন। সে সব মানুষ আর নেই। আমাকে তারা খুব ভালবাসতেন। তাই আমাকে তাদের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। তখন এতো তো খাবারের দোকানও ছিল না। তাই আমরা সেই ঝুড়ির মধ্যে স্যান্ডউইচ, রুটি, লুচি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে নিয়ে যেতাম। আর ওখানে খেতাম। এক এক জন এক একটা জিনিস আনত, ঠিক যেমন পিকনিকের মতো। তারপর রাতে বাড়ি ফিরেই শুরু হয়ে যেত পরের দিনের খাবারের তোড়জোড়। বাড়ি ফেরার আগেই অবশ্য সকলেই ঠিক করে নিতাম পরের দিন কে কি আনবে। এ ছিল এক মজার জিনিস আমাদের কাছে। তারপর তো সরকারি ভাবে হয়। তবে তখনকার আর এখনকার মধ্যে অনেক তফাৎ। অনেক উন্নতি হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবের, এটা সত্যিই আমার ভালো লাগে। কারণ উন্নতির দিকেই তো সকলের যাওয়া উচিত। উদ্বোধনের দিন রাখী গুলজারও আমাকে এই কথাই বলছিলেন, সত্যিই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব এক অনন্য নজির গড়ছে।

১৯৯৫ সালে প্রথম সরকারি ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধন। –ফাইল চিত্র

> সেই ৫০ বছর আগেকার কথা। তখন নন্দন ছিল না। ছিল অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ যার অনেকেই আজ আর নেই। তখন আমরা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য বসে থাকতাম। বিদেশের ছবি আসবে এবং আমরা দেখব সেই আনন্দে।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 5, 16 November - 22 November, 2019

২০২০–র ভাবনা এখন থেকেই ভর করেছে সূচকের মধ্যে

পার্থসারথি গুহ

নতুন একটা বছর মানেই একরাশি নতুন ভাবনা। সবথেকে বড় ব্যাপার হল নয়া বছরটাকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে সব ক্ষেত্রেই বহু হিসাব নিকাশ করা হয়। যার থেকে কোনওভাবেই বাদ যায় না শেয়ার বাজারও। প্রত্যেকটা বছর যেমন নতুন, তেমনই সংশ্লিষ্ট বছরকে কেন্দ্র করে আলাদা ভাবনা বা থিমও ঠিক গড়ে ওঠে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে ২০২০–এর ভারতীয় অর্থবাজারের মূল বক্তব্য কি হতে চলেছে। ১৯ না হয় ভোটের বছর ছিল। ২০২০ তা বলে তো আর লগ্নিকারীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন তা নয়। তা বলে আবার তাঁরা যে একেবারে কোনও নীল নকশাতৈরি না করে মাঠে নেমে পড়বে তাও কিন্তু নয়।

এখন দেখে নেওয়া যাক এই বছরের থিম সঙ ঠিক কি হতে চলেছে। ভোটের বছরে নিশ্চিতভাবে তামাম লগ্নিকারীদের স্লোগান হবে পুঁজি বাঁচাও, বাজার সামলাও। কারেকশন পর্ব চুকলে ফের দুনিয়ার বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের শেয়ার

অর্থনীতি

বাজার তার পরবর্তী রোডম্যাপ ঠিক করবে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার ভারতের অর্থবাজার গত বছর ভোটের মধ্যে দিয়ে গেলেও বিশ্বের অন্যান্য বাজারে সে দায় ছিল না। অর্থাৎ, ভারতের অর্থবাজারের পরবর্তী জংশন ঠিক হবে বিশ্ব বাজারের হাত ধরেই। এখানে আরও যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিশ্ব বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কিভাবে ওঠাপড়া করছে। অন্যদিকে কমোডিটি এক্সচেঞ্জই বা কি বার্তা দিচ্ছে।

বছরের একদম শেষে এসে একটা সালতামামি হয়ে থাকে সব গণমাধ্যমেই। এর মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে বাদ যায় না প্রিন্ট মিডিয়াও। যথারীতি শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও সেরে ফেলা যায় এমন একটা শেয়ারতামামি। আবার বছরের গোড়াতেও একটা ফিরে দেখার প্রবণতা কাজ করে। ২০১৭ বছরটা যে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মিডক্যাপের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তা বোধহয় বিশদে না বললেও চলে। এই বছরেই নিফটি পার করেছে ১০ হাজারের মাইলস্টোন। আর ২০১৮ সেই জায়গাটা সূচকগতভাবে ধরে রাখলেও মিডক্যাপে ধস নামিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ক্রিকেট তারকাদের ১০ হাজার রান করা নিয়ে প্রচুর গপ্প হত। এখন সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অর্থ বাজারের ১০ হাজার। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলতে হলে লেখা যায়, নিফটি নট আউট ১০,৫০০ বা ১০,৮০০। যেভাবে এই সূচক এগোচ্ছে তাতে আগামী এক বছরে অন্তত ১৩–১৪ হাজার তো হবেই হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭–র গোড়ায় ৮ হাজারের সামান্য নিচে থাকা নিফটি এখন প্রায় ১১ হাজার। তার মানে বিগত এক–দুই বছরে শেয়ার বাজার তথা নিফটি পাড়ি জমিয়েছে ৪–৫ হাজারপয়েন্ট। এটা কি আর কোনওভাবে উপেক্ষা করা যায় না।

এমনিতে বেখাপ্পা মুডের জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এখানে আগাম আলটপকা মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক তাবড় তাবড় পণ্ডিতের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। এই বাজারের ইতিহাসই সে ছবি তুলে ধরে। এই বাজারে আগামীতে কী হবে তার বিচার বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও করেন না। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল ক

৪ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১১৬৩ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১,১৬৩ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব স্পেশ্যালিস্ট অফিসার্স ইন পারটিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' (সি আর পি এস পি–৯)' নেওয়া হবে ডিসেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। মেন পরীক্ষা ২৫ জানুয়ারি। অনলাইন এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই বি পি এস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আই বি পি এস। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন ও ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে আই বি পি এস এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশ্যালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আই বি পি এস। ৩১–৩–২০২১ পর্যন্ত এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রয়োজন অনুসারে গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে যে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন সেগুলি হল : কানাড়া ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক।

স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আই বি পি এসের লিখিত পরীক্ষাটি নেওয়া হবে এইসব পদের জন্য : আই টি অফিসার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার, রাজভাষা অধিকারী, ল অফিসার, এই আর / পার্সোনেল অফিসার, মার্কেটিং অফিসার।

পদ অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : আই টি অফিসার (স্কেল – ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৭৬টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৬০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১৬টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য ও ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। অথবা যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং সঙ্গে ডোয়েকের 'বি' লেভেল পাশ।

এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৬৭০টি (সাধারণ ২৭৯, তফসিলি জাতি ১০০, তফসিলি উপজাতি ৪৪, ও বি সি ১৮০, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৬৭)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৮টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৩২০টি (সাধারণ ১৩০, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ২৪, ও বি সি ৮৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩২)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ অস্থি, শ্রবণ, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৭, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১০)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ৮৬, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১০, ও বি সি ৫৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২০)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ডেয়ারি সায়েন্স, ফিশারি সায়েন্স, পিসিকালচার, এগ্রি মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, কো–অপারেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং, অ্যাগ্রো–ফরেস্ট্রি, ফরেস্ট্রি, এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি, ফুড সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি

কাজের খবর

টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেরিকালচার।

রাজভাষা অধিকারী (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ২৭টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১) কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১,ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মদ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিন্দিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকে একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা সংস্কৃতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকে বিষয় হিসেবে ইংরেজি ও হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

ল অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৬০টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ২৫টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ২৫টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ব্যাচেলর ডিগ্রি (এল এল বি)। বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

এইচ আর / পার্সোনেল অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২) এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াে : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, এইচ আর, এইচ আর ডি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং লেবার ল–এর মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

মার্কেটিং অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৩১০টি (সাধারণ ১৩৪, তফসিলি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ১৮, ও বি সি ৮৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩১)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কানাড়া ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ২৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১০)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ৮৮, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১০, ও বি সি ৫৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২০)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে মার্কেটিংয়ে এম বি এ বা এম এম এস। অথবা মার্কেটিংয়ে স্পেশালাইজেশন সহ ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অথবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট।

আই টি অফিসার ছাড়া অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেশনস বা ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা হাই স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে একটি বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২৮–১১–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১২৫ নম্বরের। সময় ২ ঘন্টা। থাকবে রিজনিং (৫০) ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫)। এছাড়া ল অফিসার ও রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে থাকবে ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে গুরুত্ব সহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০) বিষয়ে প্রান এবং বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউটের (৫০) প্রশ্ন। সবক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। তবে কোনও উত্তরের ঘর ফাঁকা রাখলে তার জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে না। মেন পরীক্ষায় থাকবে ৬০ নম্বরের পেশাদারি বিষয়ে প্রশ্ন। রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময় ৪৫ মিনিট।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে এস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in নিজের চালু ই–মেল আই ডি থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্মাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালির সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০ × ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (জে পি জি বা জেপেগ ফর্মাটে ২৪০×২৪০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও হাতে লেখা ডিক্লারেশন — 'I ..... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.' (৮০০×৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজ) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্টের এবং দরখাস্ত 'সাবমিট' করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবে। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০১৯

মেষ : কোন সমস্যার সম্মুখীন ছাড়া আপনার কাজ আপনি সাধন করবেন। সিরিয়াল, ধাতু, যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল, প্রসাধনী ব্যবসায় সুবিধা পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা পরিকল্পনা করার পরামর্শ পাবেন। রাতে অসুস্থ হতে পারেন, সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ : পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা হবে। আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সকাল বেলা আপনার পেশার জন্য উপকারী হবে। আপনি যদি শেয়ার বাজারের সাথে সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সুবিধা পাবেন দুপুরের পর। সন্ধ্যায় আপনি সুখ অনুভব করবেন।

মিথুন : এই সপ্তাহ খুব শুভ এবং আপনি এই সপ্তাহে খুশি হবেন। কোন সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারের মধ্যে গৃহীত হবে এবং এটি আপনার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করবে। আপনি এই সপ্তাহে সামাজিক বা ধর্মীয় কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করবেন।

কর্কট: আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সাথে সহকর্মীদের কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আপনি সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সকাল বেলা আপনি আর্থিক বা অন্য কোন কারণের জন্য সমস্যা এর সম্মুখীন হবেন।

সিংহ: এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। যদি আপনার পেশা হয় সোনা, রূপা, লোহা, কাপড়, কাগজ, দুধ ইত্যাদি সম্পর্কিত, আপনি পেশা থেকে অনেক সুবিধা পেতে পারেন।

কন্যা : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনার সাথে আত্মীয় এবং বন্ধুদের দেখা হবে।

তুলা : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। পরিবহন বা চিকিৎসা ব্যবসা সম্পর্কিত শেয়ার আপনার জন্য উপকারী হবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

ধনু : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে। শেয়ার বিক্রি করে যথেষ্ট লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনি যদি চাকরিতে থাকেন, অফিসে আপনাকে শ্রমসাধ্য কাজ করতে হতে পারে।

মকর: এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

কুম্ভ: এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। এই সপ্তাহে আপনি সকালের দিকে চিন্তার মধ্যে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে।

মীন : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সমাজে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন করবেন। ব্যবসা সম্পর্কিত হয় আপনি যথেষ্ট লাভ উপার্জন করবেন।

শব্দবার্তা ১৫৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৪। পরের প্রয়োজন ৫। ছায়া, ইঙ্গিত ৭। পূর্ব দিকের বিপরীত দিক ৮। আলতা ১০। চরণ, পা ১৪। সাদা ও লাল রঙের ফুল ১৫। বড় শহর ১৭। অনৈক্য, দ্বন্দ্ব।

উপর–নীচ

১। সূর্যের প্রখর কিরণ ২। অন্যের সুবিধা–অসুবিধা অগ্রাহ্য করে স্বীয় ইষ্টসাধনে তৎপর ৩। সমিতি, পরিষদ ৫। উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৬। পদ্ম ৯। সন্তোষ বিধান ১১। জ্বলন, জ্বালা ১২। মূর্তি, চেহারা ১৩। সুন্দরবনের পূজিত দেবী ১৬। গমনযোগ্য।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৩

পাশাপাশি : ১। শ্যামা ৩। অবগ্রহ ৬। পাদত্রাণ ৮। শব ১০। দেশ ১২। স্মর ১৩। তাক ১৫। মালাবার ১৬। তরুবর ১৭। কল্প।

উপর–নীচ : ২। মায়াপাশ ৪। বরণ ৫। হদিশ ৭। ত্রাস ৯। বদর ১১। তোলা ১২। স্মরণিকা ১৪। কপোত ১৫। মানব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ১৪৯৭ ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১,৪৯৭ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ও ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। এম বি বি এস ডাক্তাররা আবেদনের যোগ্য।

জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগে করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস ক্যাডারের বেসিক গ্রেডে। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ নিয়োগ করা হবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পাবলিক হেলথ–কাম–অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস।

শূন্যপদ : জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ১,৩২৯টি সাধারণ ৩৫৫, তফসিলি জাতি ২৩৬, তফসিলি উপজাতি ২৩৭, বি সি–এ ১৮৬, বি সি–বি ২০৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০৮।

ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ ১৬৮টি সাধারণ ৯০, তফস

আতস কাঁচে

ছাদ থেকে পড়ে জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক বছর পঁয়তাল্লিশের মহিলা।গুরুতর জখম অবস্থায় মমতাজ বৈদ্য নামে ওই মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী ব্লকের শিমূলতলা গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমূলতলা গ্রামের বাসিন্দা মমতাজ বৈদ্য এদিন সকালে ভিজে জামা কাপড় রোদে শুকনো করার জন্য বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন। আচমকা মাথা ঘুরে ছাদ থেকে নীচে পড়ে যান ওই মহিলা। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেখতে পেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় মমতাজ বৈদ্য কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মহিলার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বচসার জেরে গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি নারকেল গাছ কাটা কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনার গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের তিনজন।এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোষ্ঠতলা গ্রামে। বুলবুলের তান্ডবে হেলে গিয়েছিল একটি নারকেল গাছ। প্রাপ্ত বয়স্ক নারকেল গাছটি বিপজ্জনক ভাবে হেলে থাকায় যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। আর সেই কারণে নারকেল গাছটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন সরদার পরিবারের লোকজন। সেই মতো মঙ্গলবার সকালে নিজেদের নারকেল গাছটি কাটতে গেলে বচসা শুরু হয় প্রতিবেশীদের সাথে। প্রতিবেশী সহদেব মন্ডল,রূপচাঁদ মন্ডলরা দাবি করতে থাকেন নারকেল গাছটি তাদের।সরদার পরিবারের সাথে মন্ডল পরিবারের লোকজনদের এই নিয়ে শুরু হয় একপ্রস্থ বচসা। এরপর সরদার ও মন্ডল পরিবারের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে গুরুতর জখম হয় সরদার পরিবারের তিনজন।অভিযোগ আচমকা সহদেব মন্ডল,রূপচাঁদ মন্ডলরা লাঠি,লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করে সরদার পরিবারের গোষ্ঠ সরদার, সুমির সরদার ও স্বপন সরদারদের বেধড়ক মারধোর করে। বেধড়ক মারধোরের ফলে তিনজনই গুরুতর জখম হন। অন্যান্য প্রতিবেশীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।তিনজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় তিনজনেরই অবস্থাই আশঙ্কাজনক। এবিষয়ে মঙ্গলবার সকালে সরদার পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ডোমজুড়ে

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: গত সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় হাওড়া ডোমজুড় হাসপাতাল ও মসজিদ বিল্ডিং এর সামনে একটি বেসরকারি বাস উল্টে এক কন্ডাক্টরের মৃত্যু ও বেশ কয়েক জন আহত হয় । এদিন সকালে হুগলি রাজবল্লভহাট থেকে হাওড়াগামী বেসরকারি একটি বাস প্রথমে স্পিডব্রেকারে ধাক্কা মারে ও যন্ত্রাংশ খুলে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দুধের গাড়িতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় । ঘটনাস্থলেই এক কন্ডাক্টরের মৃত্যু হয় ও বেশ কিছু লোক আহত হয় । এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রথমে ডোমজুড় হাসপাতাল পরে হাওড়া ও এস এস কেন হাসপাতে রেফার করা হয় বলে জানা যায় । এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ বেশ কিছুক্ষণ ওই রুটের বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে যায় । এদিন নিত্য যাত্রী ও এলাকাবাসী বাস চলাচলের গতিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায় ।

ফের গোষ্ঠী কোন্দল বাসন্তীতে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী: কিছুদিন শান্ত থাকার পর নতুন করে বৃহস্পতিবার রাত থেকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীতে। বৃহস্পতিবার রাতে সামান্য উত্তেজনা হলেও শুক্রবার সকালে বাসন্তীর সোনাখালি বাজারে দাউদ লস্কর নামে এক তৃণমূল কর্মীকে মারধোর করার অভিযোগ ওঠে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন দাউদ লস্কর।তাকে অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।এই ঘটনার পর এলাকা ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পাশাপাশি তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজী হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে। অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) ইন্দ্রজিত বসু , বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুন্ডু সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কিছুদিন আগেই দাউদ লস্কর যুব তৃণমূলের সঙ্গ ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। আর সেই কারণে এলাকায় গত কয়েকদিন ধরেই অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করছেন কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মী। শুক্রবার দাউদ লস্কর কে একা পেয়েই যুব তৃণমূল কর্মীরা আক্রমণ করে মারধোর করে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে।

অন্যদিকে, এলাকার যুব তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এলাকায় যুব তৃণমূল করা ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করার কারণেই তাদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা করে অশান্তীর পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহলদারি চলে এলাকায়। তবে নতুন করে বাসন্তীতে এই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের ফলে যথেষ্ট চিন্তিত এলাকার সাধারণ মানুষ ও পুলিশ প্রশাসন।

কোটি টাকার ধান সহ ক্ষতি ফসলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নিম্নচাপের জেরে পুজোর আগেই প্রবল বৃষ্টিতে একপ্রস্থ ক্ষতি হয়েছিল চাষের জমির বিভিন্ন ফসল। সেই ক্ষতি কোনরকমে সামলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকরা। এরই মাঝে গত বৃহস্পতিবার বুলবুলের আগমনে প্রবল বৃষ্টিতে মাথায় হাত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের। বর্তমানে মাঠের সমস্ত ফসলই জলের তলায় রয়েছে বলে দাবি করছেন চাষিরা।বিশেষ করে দ্বিতীয় দফার এই বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর, কুলতলি, ভাঙ।, বাসন্তী, ক্যানিং, গোসাবা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কয়েক কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা।

শনিবারের বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি ভেসে গিয়েছে। ধান সহ পালং,শশা,ঢ্যাঁড়স, টম্যাটো, কড়াইশুটি, বাঁধাকপি,উচ্ছে, বেগুন, ঝিঙে সহ বিভিন্ন ধরনের আনাজের চাষ হয় এই এলাকায়।দফায় দফায় বৃষ্টিতে কার্যত সবই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা বলে অনুমান কৃষকদের। জয়নগরের ঢোষা, সেরেঙ্গাবাদ, শাহাজাদাপুর, বকুলতলা, ভাঙড়ের কাশীপুর, চন্দনেশ্বর, ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটা, সাতমুখী, গোলাবাড়ি, ডাবু, হেড়োভাঙা, গলাডহরা, কুলতলির মৈপীঠ, মেরীগঞ্জ, কৈখালী ছাড়াও বাসন্তী ও গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জায়গার চাষ জমি বর্তমানে জলের তলায়। আর সেই জলেই ডুবে রয়েছে ধান থেকে সমস্ত মরশুমি সব্জি। ফলে এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতির ফলে মাথায় হাত চাষিদের। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই মরশুমে বাজারে সব্জির দাম অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শাজাহান মোল্লার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমাদের সরকার কৃষকদের সাথে আছে। যাদের ক্ষতি হয়েছে, তাদের সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তালিকাভুক্ত করা হবে।নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।দ্রুত কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত করে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে,পাশাপাশি চাষিরা যাতে উপকৃত হয় তার জন্য বিভিন্ন বীজও প্রদান করা হবে ।

জ্যামে নাজেহাল গড়িয়া–রাজপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর ট্রাফিক ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ। রোজের ঘটনা গড়িয়া, কামালগাজী ,রাজপুরে সন্ধ্যা নামলেই ব্যাপক জ্যামজটের সৃষ্টি হয় ।বিশেষ করে রাজপুরে অটোদের দৌরাত্ম্য যেখানে সেখানে স্ট্যান্ড করে যাত্রীদের ওঠা নামায় বিঘ্ন ঘটছে গাড়ি চলাচলের ।,লাইন দিয়ে গাড়ি গুলি দাঁড়িয়ে থাকা ফলে জ্যামজটের সৃষ্টি হচ্ছে । ফলে মরণাপন্ন রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে গুলি পড়ছে জ্যামজটের মধ্যে। অনভিজ্ঞ ট্রাফিক পুলিশদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। অন্যদিকে বাজার বসেছে রাস্তার উপর। রাস্তার দুধারে বাইক স্ট্যান্ড করে চালক বাজার করছে ঘন্টার পর ঘন্টা কারো কিছু বলার নেই । প্রশাসন নির্বাক । যারা দৈনন্দিন যাত্রী তারা একমাত্র রোজকার ভুক্তভোগী।এলাকার নেতারা এ বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে বললেই হয়। ট্রাফিক ব্যবস্থা চাঙ্গা করতে লাগবে অভিজ্ঞ ট্রাফিক পুলিশ । এ বিষয়ে ট্রাফিক ওসি মলয় বাবু কে জিজ্ঞাসা করতে গেলে বলেন, কত দিক সামলাবো বলুন। রাজপুর– সোনারপুর পুরসভার কর্মীরা ট্রাফিকের সাহায্য করছে । সিভিক ভলেন্টিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিচালনা করছে । কারণ একটাই অভিজ্ঞ ট্রাফিক পুলিশ দরকার ও আইনটাকে কঠোর হাতে নিয়ে পরিচালনা করতে হবে । বিশেষ করে অটো চালকদের দাদাগিরি আইনের দ্বারা বন্ধ হলে কিছুটা স্বস্তি মিলবে সাধারণ যাত্রীদের । এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়ছিলো ডি, এস, পি ট্রাফিক কুতুবুদ্দিন খানকে অটো নিয়ে ,বলেছিলেন– অটো চালকদের কিছু করতে গেলে আমি কালকেই ট্রান্সফার হয়ে যাবো। সুতরাং যা হচ্ছে তাই হবে কিছু বলতে গেলে বিপদ ।

ত্রিপলের জন্য পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো খাবার,পানীয় জল,ত্রিপল,ওষুধপত্র মজুত রাখার কথা। সেখানে খোলা আকাশের নীচে এক অসহায় পরিবারের জন্য ত্রিপল চেয়ে না পেয়ে প্রায় দুঘন্টা পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটখোলা মোড়ের সতেরো বিঘা এলাকায়।অবরোধের জেরে সৃষ্টি হয় যানজট। এর ফলে ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোড প্রায় দুঘন্টা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যান চলাচল শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রবিবার ভোরে বুলবুলের দাপটে ছোট্ট খড়ের ছাউনি মাটির চালা ঘর ভেঙে চাপা পড়েন সতেরো বিঘার বাসিন্দা আমিচা বেওয়া ও তার শিশু সন্তান বছর দশেকের রশিদ আলি সরদার ও বছর পাঁচেকের কন্যা রেশমী সরদার। স্থানীয় গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ভেঙেপড়া ঘর থেকে তিনজন কে অক্ষত অবস্থা উদ্ধার করলেও ছোট্ট রেশমীর কোমরে গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেয়ে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ছোট্ট রেশমীর কোমরে গুরুতর আঘাত হওয়ায় তার সিটি স্ক্যান করানো জন্য চিকিৎসকরা পরিবারের লোকজন কে জানায়। অন্যদিকে শনিবার রাত থেকে বিদ্যুত না থাকায় হাসপাতালে রেশমীর সিটি স্ক্যান না হওয়ায় ফিরে যান আমিচা বেওয়া। বাড়িতে ফিরে গিয়ে কোথায় থাকবেন সেই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে পড়েন আমিচা বেওয়া। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দফতরে একাধিক বার গিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা। অভিযোগ পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয় দরখাস্ত দিয়ে যান পড়ে দেখা যাবে।

খোলা আকাশের নীচে থাকতে হবে অসহায় পরিবারকে,এমন জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে সতেরো বিঘা গ্রামবাসীরা অসহায় পরিবারেরে জন্য চিন্তিত হয়ে শুরু করেন পথ অবরোধ। গ্রামবাসীদের দাবি অসহায় একটি পরিবার বুলবুলের তাণ্ডবে সব কিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে কি ভাবে থাকবে? একটা ত্রিপল অন্তত প্রয়োজন। অথচ প্রশাসন ঘুমিয়ে।

দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলায় ঘটনাস্থলে কোন পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা কোন সরকারী আধিকারিকের দেখা না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। এমন পরিস্থিতির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ অবরোধ তুলতে বললে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা পুলিশ কে বলেন খোলা আকাশের নীচে একটি অসহায় পরিবার থাকবে কিভাবে? অন্তত একটা ত্রিপলের ব্যবস্থা করতে হবে,আর তা না হলে পথ অবরোধ উঠবে না।

এমন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তে পড়ে ক্যানিং থানার পুলিশ অসহায় পরিবারের জন্য ত্রিপলের ব্যবস্থা করলে অবরোধ ওঠে।

উত্তরের আঙিনায়

হজরত মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি মাদ্রাসা কমিটির পক্ষ থেকে ধুমধাম করে পালিত হল হজরত মহম্মদ এর জন্ম জয়ন্তী। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার,পুলিশের গ্রামীণ সার্কেল ইনস্পেক্টর স্বপন সরকার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সদস্য আইনুল হক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সার্কেল ইনস্পেক্টর স্বপন সরকার জানান, এখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান শিবির আয়োজন করেছেন কমিটির সদস্যরা।এই রক্তদান শিবিরে হিন্দু–মুসলিম ভেদাভেদ না করে রক্তদান করছেন সাধারণ মানুষ ও পুলিশকর্মীরাও। রক্তদান জীবনদান।

কলেজ ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান,গ্রেপ্তার চার। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনয় মোড় এলাকায় শনিবার রাতে বসেছিল একটি জুয়ার আসর। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে সেই খবর আসা মাত্রই অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয় চারজন। ধৃতদের নাম সুব্রত রায়, গোবিন্দ ঘোষ, জিতু সাহা ও শংকর দে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: নিখোঁজের এক মাস পর শুক্রবার উদ্ধার হয় কলেজ ছাত্রীর পচাগলা দেহ। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ির বাড়ি থেকে কিছুটাদুরে পরিত্যক্ত একটি জলা জমিতে দেহ উদ্ধার হয়। দেহের পাশেই পড়ে ছিল ছাত্রীর ব্যবহৃত পিঠ ব্যাগ। তা দেখেই পরিবারের লোকেরা সনাক্ত করেন দেহটি আঞ্জুমা খাতুনের। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসীরা। তাদের অভিযোগ, প্রায় একমাস আগে নিখোঁজের অভিযোগ করা হয়। পুলিশকে সন্দেহভাজনদের নাম বলা হয়। কিন্তু তদন্তে নীরব ছিল পুলিশ। শিলিগু।রি কাছে ফুলবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্তের কালাঙ্গিনীতে বাড়ি আঞ্জুমা খাতুনের। সূর্য সেন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ত সে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির দাগাপুর সংলগ্ন একটি বিনোদন পার্কে নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করত সে। গত ১০ অক্টোবর ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিল সে। ফুলবাড়ি বাজারে নেমে সীমান্ত রাস্তা ধরে প্রতিদিন বাড়ি যায়। সেইদিন সন্ধ্যায় সে ফুলবাড়ি বাজারে নামে। অনেকে তাকে দেখেছিল। কিন্তু তারপর আর বাড়ি যায়নি আঞ্জুমা। রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর থেকে পুলিশের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় বাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। গতকাল দেহ উদ্ধারের পর নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার সকালে মৃত আঞ্জুমার বাড়িতে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক ও মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। অশোক বাবু এবং সিপিএমের নেতা নেত্রীরা তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। রবিবার মৃত ছাত্রীর বাড়িতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকার বিধায়ক গৌতম দেব। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোঃ ফারুক নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী রাসে আমন্ত্রণ পেলেন না সাংসদ, অপমানিত সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কোচবিহার, কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস মেলায় জেলার সাংবাদিকদের চরম অপমান করল

তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুর কর্তৃপক্ষ। ২০৭ বছরের রাসমেলার ইতিহাসে এই প্রথম সাংবাদিকদের কাছে কোনো আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছলো না পুরসভার। এরপরেও খবরের তাগিদে রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ মেলা উদ্বোধনের খবর করতে গিয়ে বসবার কোন আসন পেলেন না সাংবাদিকরা। কারণ সাংবাদিকদের জন্য কোনও আসনের ব্যবস্থা করেনি এই পুর কর্তৃপক্ষ। মঞ্চে যখন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব, কোচবিহার পুরসভার প্রধান ভূষণ সিং, কোচবিহার জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, জেলা পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকার মঞ্চ আলো করে বসে রয়েছেন ঠিক তখন তার উল্টো দিকে কোনও চেয়ার না পেয়ে মাঠের উপর বসেই খবর সংগ্রহ করতে হলো সাংবাদিকদের। সোমবার রাতে চরম লজ্জার এই ছবি এদিন ফুটে উঠল এবছরের রাসমেলা উদ্বোধনে।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র বলেন, বসার জায়গা ছিল না তাই মাটিতে বসেই নিজেদের কাজ করতে হয়েছে। এর বাইরে আর কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি। এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুর প্রধান ভূষণ সিং।

সাংবাদিকদের প্রতি পুর কর্তৃপক্ষ বা পুর প্রধান যে আচরণ করেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা বলেন, এই মেলা কি করে পরিচালনা হবে তা ঠিক করে পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এবারের এই মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্ধকারে রাখা হয়েছে পুরসভার বিরোধী দলনেতা সহ বিরোধী কাউন্সিলরদের।

এই মেলাকে তৃণমূলের রাজনীতির ছাপ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের কিছু নেতা এই মেলা পরিচালনা করছেন। এটা দৃষ্টিকটু এবং অগণতান্ত্রিক। তাদের এই আচরণ কোনও মানুষ মেনে নেবেন না। কারণ এটা তারা কোনভাবেই করতে পারে না, গোটা মেলাটাকে একটা দলতন্ত্রে পরিণত করতে চাইছেন তারা।

তিনি বলেন, টিভির পর্দায় দেখা গেছে মেলার উদ্বোধনে সাংস্কৃতিক মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা অভিজিত ভৌমিক। তিনি কোনো জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের কেউ নন, তা সত্ত্বেও কেন রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে নেতৃত্ব ফলাচ্ছেন তিনি? তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন মহানন্দ সাহা।

কোটি টাকা সহ ট্রেন থেকে ধৃত ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ইউ এস ডলার সহ একজন মহিলা সমেত দুই জনকে কাঞ্চনজংঘা ট্রেন থেকে আটক করল নকশালবাড়ি শুল্ক বিভাগ। গতকাল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এন জে পি স্টেশনে হানা দিয়ে কলকাতা থেকে শিলচরগামী কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে এই দুজনকে আটক করে নকশালবাড়ির শুল্ক বিভাগ। তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে তাদের ব্যাগ থেকে এই কোটি টাকার ইউ এস ডলারের (১ লাখ, ৩৮ হাজার, ৭০০ ডলার) পাশাপাশি ২৬ হাজার ভারতীয় টাকা উদ্ধার করে শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা।ধৃতদের নাম রাহুল পিউ ও লাথন পিউ। এদের মা ও ছেলের সম্পর্ক বলে জানা গেছে। ধৃত দুই জন মিজোরামের আইজলের বাসিন্দা। শুল্ক দফতরের সুপার শ্যামল মজুমদার এই বিপুল পরিমান ইউ এস ডলার উদ্ধারের বিষয়টি জানিয়ে বলেন মূলত এরা ময়ানমার থেকে এদেশে পাচার হয়ে আসা সোনা কলকাতায় গোপনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে তা ইউ এস ডলারে পরিণত করে ফের তা ময়ানমারে পাচার করে থাকে বলে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে।এদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে বলে তিনি জানান।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের টুনিয়াটুলি গ্রামের এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল নবীর জন্মদিনে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে এসেছিলেন গোয়ালটুলির যুবক শাহাজাহান বয়স ২৫।

শরীর ভালো না লাগায় তিনি বাড়ি ফিরে যান। অপরদিকে জানা যায় স্ত্রী ঘুরতে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে বায়না করতে থাকে। দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। সেই অভিমানেই তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেন। ৪ মাস আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন দুজনে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এলাকাবাসীরা ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তার আত্মীয়–স্বজনেরা বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান কোনও জায়গায় তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায় অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় ভর্তি নেওয়া যাবে না।

আত্মীয়–স্বজনরা সেখান থেকে পুনরায় ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে হাসপাতাল সন্ধ্যা ছটার দিকে ভর্তি করানো হয় শাহাজাহান কে। আজ সকালে তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। এই ঘটনায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার অন্তর্গত এলাকায় টোটো থেকে নেমে এক শিক্ষিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক। অভিযুক্তের নাম প্রদীপ হালদার, বয়স ৩৩ বছর। প্রদীপ হালদার নেতাজি নগর কলোনির বাসিন্দা। একটি টোটো করে প্রদীপ হালদার মাল্লাগুরি দিক থেকে চম্পাসারি অঞ্চল অফিসের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় প্রধান নগর থানা এলাকায় আচমকা টোটো থেকে নেমে এক শিক্ষকের স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি করতে যায় অভিযুক্ত। ঘটনায় হকচকিয়ে যান ওই মহিলা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভিড়ের মধ্যে গা–ঢাকা দিকে সক্ষম হয় অভিযুক্ত। শিক্ষকের স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধান নগর থানা পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে প্রধান নগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত প্রদীপ হালদার কে গ্রেপ্তার করে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

প্রসেনজিতের মৃত্যু, ধৃত সৌমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলোনীতে কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিত দে। গতকাল সকালে প্রসেনজিতের মৃতদেহ উদ্ধার হয় পাশ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০১৯

কলিকাতা চলিয়াছে মরিতে মরিতে

এই তো সেদিন বর্ষায় ভেসেছিল বেহালা, বালিগঞ্জ, ঠনঠনিয়া, আলিপুর। শারদীয় উৎসবে শব্দ আর বায়ু দূষণে ভরে গেছিল কলকাতার বাতাস। জল দূষণের ভয়েও পুজোর ফুল-বেলপাতা ফেলতে হয়েছে ডাস্টবিনে। এবার হেমন্তে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। পুরসভার ম্যানেজার থেকে পুলিশের কনস্টেবল কারোরই ছাড় নেই ডেঙ্গুর কবল থেকে। প্রতিকার বাবদ তথ্য গোপনের তোড়জোড় চলছে সরকারি তরফে। এবার শীত আসছে। পরিবেশবিদরা বলছেন বায়ু দূষণের মাত্রা এমন উচ্চতায় পৌঁছাবে কলকাতাবাসীর ফুসফুস ভরে উঠবে বিষাক্ত ধূলিকণায়। প্রতিকারে আদালতের নির্দেশ রয়েছে। তবু কলকাতায় মান্ধাতা আমলের যানবাহন চলে। চলে অসংখ্য বেআইনি অটো। গ্যাস তো দূর অস্ত কাটা তেলের বেসাতি এখানে রমরমা। তবু মা ভৈঃ। দাদা দিদিরা সঙ্গে থাকলে বিচারকের সাধ্য কি, ফুসফুস বাঁচায়। ছট পুজোয় রবীন্দ্র সরোবরের গেটে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে আদালতের নির্দেশ। প্রশাসন বলে দিয়েছে পরিবেশ চুলোয় যাক, ধর্ম বাঁচুক। কারণ একটাই পরিবেশে ভোট নেই, ধর্মে আছে।

অবশ্য এতে লাভই বেশি। কলকাতায় জল-বাতাস-পথঘাট-খালবিল-নদী-নালা যতই বেসামাল হোক না কেন বিদেশি পুরস্কার জোটে মেয়রের। নির্মাণে লাগে নীল-সাদা রং, পথে ঘাটে পড়ে বিটুমিনের পলেস্তারা। সবেতেই ঠিকাদার, আমদানি দেদার। গর্তে ভরা খেয়ো রাস্তায় দোল খাওয়া না কমলেও খামতি নেই পুজোর কার্নিভালে, ফিল্ম উৎসবে। আমাদের মহানগর মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ইংল্যান্ড স্মার্ট সিটি ভোগে, কাশে, মরে, জলাশয় ভরে। তবু কলকাতা নাকি বসবাসের হাতছানি দেয়। হ্যাশট্যাগ কলিকাতা চলিয়াছে...

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস বলে ইংল্যান্ড থেকে বহু অফিসার কর্মী কলকাতায় এসে মারা পড়তেন ম্যালেরিয়া আর কলেরায়। প্রাণ ভরে কর্মী সঙ্কটে পড়ে কোম্পানি। সেই শূন্যতাই পূরণ করে 'নেটিভ' কর্মীরা। অর্থাৎ তখনকার খাল-বিলে ভরা গ্রাম কলকাতা ছিল মশা-মাছির রাজ্য। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। কলকাতার অধিকার কোম্পানি থেকে পেয়েছে ব্রিটিশ শাসকরা। গ্রাম্য কলকাতা নগর মহানগরে বদলেছে ব্রিটিশ স্থপতিদের হাত ধরে। ধীরে ধীরে সারা ভারতে কর্ম ও বাসস্থানের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে কলকাতা। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী।

স্বাধীনতার পর বিদেশি শাসকরা বিদায় নিয়েছে। ৭৩ বছর ধরে কলকাতার দায়িত্ব সামলাচ্ছে বাংলার রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা, সঙ্গে দেশীয় আমলারা। কিন্তু কলকাতার মৌলিক পরিকাঠামোর অবনতি বৈ উন্নতি হয়নি। আজও মশা মাছির উপদ্রব কলকাতায় কমে নি। দূষিত হয়েছে বাতাস। দুর্দশাগ্রস্ত কলকাতার লাইফ লাইন গঙ্গা বা হুগলি নদী। মরতে বসেছে আদিগঙ্গা। জঞ্জালে অবরুদ্ধ কলকাতার গা ঘেঁষে থাকা খালগুলি। জল নিকাশিও তথৈবচ। কলকাতাকে টেনে লম্বা করা ও ইঁট কাঠ পাথরের নির্মাণ ছাড়া কার্যত কিছুই হয় নি কলকাতায়। শহরের পরিবেশ ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। ব্যাকটেরিয়ায় ভরে উঠছে গঙ্গার জল। ক্ষতিকর ধূলিকণায় ছেয়ে যাচ্ছে তিলোত্তমার বাতাস।

তবু শহরকে নিয়ে রাজনীতি আছে। শহরকে নোংরা আবর্জনাময় করে রোজগার আছে। রাস্তা বন্ধ করে মিটিং আছে, মিছিল আছে, ধরনা আছে। পপকর্ণ-চিপস-চা-কফি-গুটখার প্যাকেট ছড়ানো সংস্কৃতি আছে। কলকাতার ভালো করবে বলে করে খাচ্ছে কত লোক। তবু সুখের মুখ দেখে না এ শহর। রোজগারটাই হয়ে ওঠে প্রধান লক্ষ্য।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মই উপাসনা

গীতাকার তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন। অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই-পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষবাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয় এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেগুলিও সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

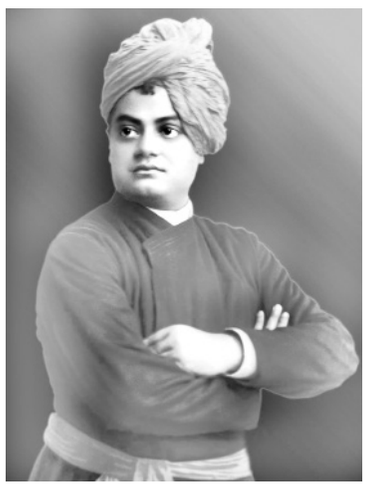

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখ হয় না। দস্যুরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করে। এই কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের না থাকে।

ফেসবুক বার্তা

" বিরল দৃষ্টান্ত "

নেতা বা মন্ত্রী নয় বরং শ্রমিকের মেয়েই করলো ব্যাঙ্গালোর সিটি স্টেশনের নতুন এসকেলেটরের উদ্বোধন ! নির্ধারিত দিনের আগেই শেষ কাজ,তাই সিটিস্টেশনের নতুন এসকেলেটরের উদ্বোধন হলো ঘাম ঝরানো শ্রমিকের মেয়ের হাতেই !

এহেন উদ্যোগে স্টেশন কর্তৃপক্ষকে জানাই কুর্নিশ

ইতিহাস তথ্যে সুপ্রিম রায়ে মন্দির ওখানেই

অমিতাভ সেন

বিষ্ণু হরি শিলা পট্ট-ভারতবর্ষের প্রতিটি মন্দিরে পাওয়া যায়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এই শিলালিপির মাধ্যমে মন্দির তাঁর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী (যত দিন চন্দ্র-সূর্য-ধরণী থাকবে) পরবর্তী সকল প্রজন্ম জানতে পারবে তাঁর আরাধ্য দেবতার মহিমা। অযোধ্যায় রাম জন্মস্থানে পাওয়া গেছে এইরকম একটা শিলাপট্ট, যাতে লেখা আছে এই মন্দির উৎসর্গিত হলো বিষ্ণুর সেই অবতারের উদ্দেশ্যে যিনি বলি বধ করেছিলেন এবং দশানন সংহার করেছিলেন। তিনি কে? মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম- রোম রোম পে ব্যয়ঠা হুয়া যো নাম। দিল্লি দখলকারী হিংস্র যুদ্ধবাজ বাবর তার ডাইরি বাবরনামাতে লিখেছে তার সেনাপতি মীর বাঁকি কাফেরদের ধর্মস্থান অযোধ্যায় একটা মন্দির ধ্বংস করেছে ও একটা মসজিদ বানিয়েছে, নাম বাবর-ই-মসজিদ। ইসলাম কোনো মানুষের নামে মসজিদ স্থাপন সিদ্ধ নয়। নামাজ-আদা তো দূরস্থান কোনো দিন বাবর অযোধ্যায় পাও রাখেনি। ভারত ভূখন্ডের প্রতি বাবরের ঘৃণা এতো প্রবল ছিল যে এন্তেকালের পর তার মৃতদেহ সমরখন্দে কবর দেওয়া হয়। যদিও তার ভৃত্য মীর বাঁকি রোজ কেয়ামৎ এর জন্যে অযোধ্যার মাটির নীচেই শুয়ে আছে। অরিজিন্যাল বাবরনামা ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ১৯২৩ সালে দেখা (গান্ধিজী যখন খিলাফৎ আন্দোলন করেছিলেন) গেল ডাইরির যে পাতায় বাবরি মসজিদের জন্মবৃত্তান্ত কনফেশন আকারে লেখা আছে সেই পাতাটাই খোয়া গেছে। তাহলে উপায়? তিষ্ঠ ক্ষণকাল- উপায় আছে। বহু ঐতিহাসিক বাবরনামা রিসার্চ-এর মধ্যে রেখেছিলেন। তাঁদের রচনায় এই কনফেশনের হুবহু উদ্ধৃতি আছে। চুরি যাওয়ার অব্যবহিত আগে যিনি 'কোট' করেছিলেন তিনি অক্সফোর্ডের গবেষিকা ম্যাডাম বেঞ্জারিজ। তাঁর পিএইচডি থিসিসে বাবরনামার ওই বিশেষ পাতাটা কোট করা রয়েছে।

ইতিহাস গবেষণার দুটো প্রাথমিক সোর্স আছে একটা OTGP History বা জনশ্রুতি। অপরটি Archacology, তার সঙ্গে যদি কিছু Writen Account (যেমন বাবরনামা) পাওয়া যায় তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু এমন কোনো ডকুমেন্ট নেই যা প্রমাণ করে বাঁকি ওই ভূখণ্ড কিনেছিল বা কেউ দানপত্র করেছিল। কাশী-মথুরা-অযোধ্যা প্রসঙ্গে অসংখ্য বর্ণনা (মুসলমানী জেহাদী ধ্বংসের ইতিবৃত্ত) সাহিত্যে ইতিহাসে রয়েছে। যেমন মক্কা মদিনা বা জেরুজালেম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে কোনও সংশয় নেই, হিন্দু ধর্মস্থানগুলো সম্বন্ধেও কেউ কোনও সংশয় প্রকাশ করেন না। শুধু বোমিলা থাপার ইরফান হাবিব এর মতো নেহরুভিয়ন ঐতিহাসিকরা মানুষের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করার মতলবে রয়েছেন। দুজনেই না জানেন সংস্কৃত, না পালি ভাষা, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মীর কথা তো বাদই দিলাম। অথচ নেহরু কালচার এর উত্তরসুরী হিসেবে এনারাই না কি ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার সর্বেসর্বা। ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে রোমিলা ঘোষণা করেছিলেন : I assume মামুদ গজনী সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেনি। এই তত্ত্ব মুসলমানদের হতমান করার ষড়যন্ত্র মাত্র। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি কি সেটা তা বলেন নি। ইতিহাস তো অনুমান এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়নি। সেই সময়কার প্রচলিত সাহিত্যে, জনশ্রুতি কি সাক্ষ্য দিচ্ছে সেটাও দেখার।

মীর বাঁকি যখন অযোধ্যা ধ্বংস করে মসজিদ বানাচ্ছে সেই সময় ওই অঞ্চলে বিরাজ করছেন রামচরিতমানস রচয়িতা কবি তুলসীদাস। তাঁর কাব্যে বহু জায়গায় ম্লেচ্ছ আক্রমণে তার অন্তর বেদনা প্রভুর চরণে নিবেদন করেছেন। এখন দেখি যুগ যুগ বাহিত লোকশ্রুতি কি বলছে। প্রয়াগ সঙ্গমে কল্পবাস অন্তে রাজা বিক্রমাদিত্য ফিরে আসছিলেন। পথে পড়ে অযোধ্যা (বৌদ্ধ জগতে সাকেত) রাজ স্থির করলেন পূর্ণিমার রাত সরযূ তীরেই কাটাবেন। রাতে তাঁর তাঁবুর ভেতরেও যেন আলোয় ভেসে যাচ্ছে। চার

ভাই জানকী, বজরঙ্গবলী সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নির্দিষ্ট করে ছিলেন তাঁর জন্মস্থান। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে এই স্বপ্নাদেশ জনশ্রুতির কথা আছে। চারটে মন্দির তৈরি হয়। ৬৫০-৭০০ সালের মধ্যে। দুটো ধ্বংস করে মীর বাঁকি। সংস্কারের অভাবে ও বন্যায় একটার ক্ষতি হয়। গুরুনানক সংস্কার চতুর্থটিকে ধূলুণ্ঠিত করে ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেব। এ ধ্বংসের বর্ণনা (জীবন্ত) তার নাতনী লিখে গেছে। এখন দেখা যাক আর্কেওলজি কি সাক্ষ্য দেয়।

১৮৪৮-তে শিখ ভক্তরা মসজিদের মধ্যে হোম করে। অনেক বিতর্ক হয় সে কারণে। ১৮৬১ সালে প্রথম খনন কার্য চালায় আলেকজান্ডার কানিংহাম। সিপাহি আন্দোলনের দগদগে ঘা কোম্পানির শরীরে। কানিংহামের বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। ঔরঙ্গজেব-এর আমলে দুই হিন্দু নেতা প্রবল বিরোধ করেছিলেন। তাদের প্রকাশ্যে একটা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। দেড়শ বছর ধরে সেই স্থানে সাধারণ মানুষের পুজো পেয়ে এসেছে। ইউনাইটেড প্রভিন্স এর (ইউ পি পরবর্তী উত্তর প্রদেশ) মুসলমানদের চাপে ওই গাছও কেটে দেওয়া হয় তোষণবাদীতার চাহিদা মেনে। এরপরের খনন হয় ASIএর Director General B B Lal এর নেতৃত্বে ৭০ দশকে। পাওয়া যায় অষ্ট মঙ্গল চিহ্নের একটি পূর্ণকলস, পদ্মবেদী। Radio Carbon Dating থেকে জানতে পারা যায়, একাদশ শতকে পুরনো মন্দিরের ১২টি স্তম্ভ একটি শীর্ষ ফলক পাওয়া যায় যায় সপ্তম শতকের। এই স্তম্ভ গুলির base ভিত্তিভূমি খনন করে অনেক টেরাকোটা দশাবতারের মূর্তি পাওয়া যায়। এসব মূর্তি কোনো মসজিদে থাকা অসম্ভব। কিন্তু খননের উদ্দেশ্যে এই ছিল না যে এই establish করা হবে যে বিতর্কিত সৌধ মন্দির না মসজিদ। ভারতীয় সংস্কৃতির গতিধারা (Cultural Sequence) অনুধাবন না করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাই অনেক তথ্য এবং সত্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ৭০ দশকে। ৮০ দশকের শেষ দিকে ডি এন ঝা, আর এস শর্মা, রোমিলা প্রভৃতি বামপন্থী ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন অযোধ্যায় রামমন্দির ছিলই না। শর্ম্মা তো এও দাবি করেন রাম ইতিহাস সিদ্ধ পুরুষ নন। রামায়ণ মহাভারত কাব্য কাহিনী মাইথলজি। রামের জন্ম হয়েছিল বর্তমান আফগানিস্তানে। এই পিরিয়ডে আর এস শর্মার সঙ্গে ভারত বিখ্যাত অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কলার মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুরের দেখা হয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। তিনি প্রশ্ন করেন, শর্মাজী, এইসব প্রমাণ হলে আনুমানিক তথ্য লেখেন কেন? শর্মাজী উত্তর দেন, আপনি আমাদের এই সব লেখা পড়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করেন কেন? আসলে ৮৪ সালে সোভিয়েত এর পতন ঘটেছে। বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা বুঝতে পারছিলেন তাদের ছড়ি ঘোরানোর দিন শেষ হয়ে আসছে। এই রকম আলপটকা মন্তব্য অমর্ত্য সেনও করেন যা তাঁর মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের গবেষণা লব্ধ সত্যের বিরুদ্ধে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো। এই পুষ্পাঞ্জলি আদি কবি বাল্মিকীর উদ্দেশে অর্পিত। অমর্ত্য এসবের অপব্যাখ্যা করেন। রামমন্দির আন্দোলনের সময় ৮৯এ জ্যোতি বসু একবার মাননীয় লালকৃষ্ণ আদবানিকে প্রশ্ন করেন, রাম ঠিক ওইখানেই জন্মেছিলেন। দশ হাত এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। রাম ক'বছর আগে জন্মেছিলেন দশ হাজার না বিশ হাজার? আদবানীজি সবিনয়ে উত্তর দিয়েছিলেন- এই প্রশ্নের জবাব দেবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে সনাতন ধর্ম যতদিন আছে শ্রীরাম ততদিন আছেন। সমগ্র সমাজ মেনে এসেছে অযেরাধ্যায় আর্বিভূত হয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র। সেটা হাজার না লাখ পণ্ডিতবর্গ স্থির করবেন।

পরবর্তী খনন হয় ২০০৩ সালে। বিতর্কিত বাবরি মসজিদের আর অস্তিত্ব নেই। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এর তত্ত্বাবধানে চলতে থাকল এই গবেষণা। প্রথমতঃ Ground penetrating radar (GPR) সার্ভে করে মাটির নীচে অনেক দেওয়াল পাওয়া গেল যা মন্দিরের অংশ ছিল। খনন করে বারোটা পুরনো মন্দিরের পিলার পাওয়া গেল যার ওপর বাবরি মসজিদ দাঁড়িয়ে ছিল। পরে আরও পঞ্চাশটা পিলার সতেরোটা শ্রেণিতে খুঁজে পাওয়া গেল। তার সঙ্গে পাওয়া গেল মক্তব প্রণালী যার মাধ্যমে গর্ভগৃহে দৈবমূর্তি স্নান করাবার পর জল প্রবাহিত হতো মাটির নীচে পাওয়া গেল মন্দির শীর্ষের কলস ও ঠিক তার নীচের অমলক, গ্রীবা এবং শিখর অংশ, যা দেড় বছর আগের মন্দির শৈলীর বৈশিষ্ট।

সমস্ত ভারতীয়দের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এইটাই অযোধ্যা যে শ্রীরাম এর জন্মস্থান এটা প্রমাণ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে, ধরণী তোলপাড় করতে হবে। কিন্তু নগ্ন অতীত নিজে থেকেও তো কিছু কথা বলে। এতদিন পলেস্তারা চুনকাম করে ঐতিহাসিক সৌধ মিনার গুহ্ফাকে সুলতানী বা মোগল যুগের উৎকর্ষ বলে প্রচার করা হতো। দিল্লির দেওয়ান-ই আম বা খাস এর দেওয়ালের উপরিভাগ খসে বেরিয়ে এসেছে সংস্কৃতে লেখা গীতার বাণী, বিক্রমাব্দের সময়সীমা। লাল কেল্লা আকবরের কীর্তি নয়- এটাই প্রমাণ হয় বেড়াচাঁপার বাসিন্দা বরাহমিহির (নবরত্নের একজন) গণিত এবং পদার্থবিদ ছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে একটি মিনার বানান (অপর একটি আফগানিস্তানে) সূর্য রশ্মির গতিমাপ সেটোলার্জির অসামান্য নিদর্শন- আজও পর্যন্ত মরচে ধরেনি।

ম্যাগনেটিজম ওপর গবেষণা হতো। মিহিরাচার্য ছাত্র গবেষকদের ওই স্থানেই থাকতেন। ভাঙা বাড়ি ঘরের স্মৃতি এখনও আছে। জায়গাটার সংস্কৃত নাম মিহিরাবলি বর্তমান অপভ্রংশে মেহেরৌলি। কুতুবুদ্দিন আইবক কোন যুদ্ধ জয়ের জন্য ২৪ পরতের আখাম্বা বিজয় স্তম্ভ বানিয়েছিলেন- ইরফান হাবিব জানাবেন? হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে শেখ দিল্লি ছাপমারা মিনার এর পলেস্তারা খসে রথারূঢ় কৃষ্ণ-অর্জুন এর মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেস জমানায় ASI রিপোয়িরং এর নামে সত্যকে ঢাকা চাপা দিত। গত পাঁচ বচর সেই ধূর্তামি চলছে না। অয়ি ইতিবৃত্ত কথা অয়ি মিথ্যাময়ী/তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন আজি হবে জয়ী।

রামমন্দির প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়দানেও বিধাতার অব্যর্থ লিখনের প্রতিলিপি পাওয়া গেলে রায় মেনে নিয়েছে। হাজার পাতার verdict, জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের গরম ইংরেজি একটু জলে ভিজিয়ে পড়তে হবে। এনার পিতৃদেব সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ছিলেন, Emergency Period এ পদত্যাগ করেন। যদি কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তো কলম পিষবো। গত ৪০০ বছরে ২৭০০০ হিন্দু সেনানী আত্মবলিদান করেছেন। শেষ দুইজন ১৯৯০ সালে বালীর স্বয়ং সেবক ভ্রাতৃদ্বয়- কোঠারী ব্রাদার্স। এদের জ্যাঠামশাই দাউলাল কোঠারী প্রায় এক হাজার রবীন্দ্র সঙ্গীত হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়কে শিখিয়ে ছিলেন মোরা সত্যের পরে মন/আজি করিব সমর্পণ/জয় জয় সত্যের জয়। ভারতভূমে শ্রীরাম সর্বদা সত্য!

বুলবুলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতাকে বাঁচাল ম্যানগ্রোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। যেখানে রয়েছে নদীনালা বেষ্টিত ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ,৪০০ প্রজাতির বিভিন্ন গাছগাছালি,অজস্র পশু পাখি সহ বিভিন্ন জীবজন্তুর বসবাস। ১০২ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই সুন্দরবন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানব জাতির অত্যাচারে ছোট বড় মিলিয়ে ৪৮ টি দ্বীপ ইতিমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।পাশাপাশি বর্তমানে পঞ্চাশ লক্ষের ও বেশী মানুষের বসবাস সুন্দরবনের ৫৪ টি ছোট বড় বিভিন্ন দ্বীপে। সুন্দরবনের রাজ্যের কলকাতা ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঢাকা শহর জনবসতিপূর্ণ। এই দুই শহরের ওপরে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তান্ডব চালালে মহাপ্রলয়ের ঘটনা ঘটতে পারতো। যদিও বুলবুলের সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর তান্ডব কে খড়গহস্তে প্রতিহত করে মহাপ্রলয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলো ঘন অরণ্য বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। বুলবুলের দাপট নিজে সহ্য করে বাঁচিয়ে দিল মানবসভ্যতাকে। এই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ জঙ্গল বিগত দশ বছর আগে ২০০৯ সালে ২৫ মে ভয়ঙ্কর আয়লা থেকে রক্ষা করেছিল কলকাতা সহ সমগ্র উত্তর

ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল কে প্রতিহত করতে বুক আগলে দাঁড়ালো সেই বৃহত্ত্ম সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যই। সুন্দরী, গরান, গেঁওযা,বাণী,কেওড়ার শিকড়, শাখাপ্রশাখার প্রতিরোধে বুলবুলের দাপট অনেকাংশে পরাস্ত হয়েছে। আবহাওয়া এবং পরিবেশবিদ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর বুলবুল কিছুটা গতিমুখ পরিবর্তন করেছিল, সেটা ম্যানগ্রোভের জন্যই। প্রথমে নির্ধারিত ছিল, সাগরদ্বীপে আছড়ে পড়ে উত্তরপূর্ব দিকে এগিয়ে যাবে বুলবুল।আর এই পথ অনুসরণ করলে শনিবার রাতে কলকাতার পুরোপুরি পূর্ব দিকে চলে আসতে পারতো বুলবুল। তার পরে বাংলাদেশের ঢাকা শহরমুখী হতো।কিন্তু এই সুন্দরবন ম্যানগ্রোভে আছড়ে পড়ে বুলবুল পূর্ব-উত্তরপূর্ব মুখী হয়ে যায়। দুই বাংলার বৃহত্তম সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল নিজের উপরে বুলবুলের যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করেছে।আর সেই কারণেই বুলবুল তার প্রবল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে শনিবার রাতে কলকাতায় যখন হাওয়ার গতিবেগ আচমকা বেড়ে যায়, তখন বুলবুল ছিল শহরের সব থেকে খুব কাছাকাছি অঞ্চলে। ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে ছিল বুলবুলের অবস্থান।পুরোনো পথ অনুসরণ করলে, সেই সময়ে অবস্থান করতে পারতো ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পূর্বে। সে ক্ষেত্রে শহরে আরও বেশি তাণ্ডব চালাতে পারতো বুলবুল।পরিবেশবিদদের দাবি সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের বিভিন্ন প্রজাতির গাছগুলি সুন্দরবন ব-দ্বীপকে ঘিরে রযেছে।তার জন্য শক্তিশালী বুলবুলের যতটা তান্ডব দেখানোর ক্ষমতা ছিল, তা পুরোটাই দেখাতে অক্ষম হয়ে পড়ে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের জন্য।এমনকি সুন্দরবনের যে অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেশি। জি-প্লট, মৌসুনী, সাগরদ্বীপ এবং লোথিয়ান দ্বীপের একটা বড়ো অংশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি কারণ সেখানে ম্যানগ্রোভ প্রায় নেই। ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ কতটা জরুরি, এই ঘূর্ণিঝড় বুলবুলই সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

আগামী দিনে নিজেদের স্বার্থের জন্য পাবান কিংবা আম্ফান এর মতো ঘুর্ণিঝড় রুখতে জরুরি অত্যধিকহারে বৃক্ষরোপণ এবং ম্যানগ্রোভ ধ্বংস না করে বাঁচিয়ে রাখা। আর তা না হলে একদিন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল প্রাকৃতিক দুর্যোগ রক্ষার করার প্রতিরোধ হারিয়ে ফেলবে। পাশাপাশি প্রলয় ঘটে সলিল সমাধি ঘটবে সুন্দরবনের প্রাণীকূল সহ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের।

বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুলবুল আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে শনিবার সকাল থেকেই সজাগ ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এই পঞ্চায়েত এলাকায় পায়চারি করে কঠিন উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষজনদের খোঁজখবর রাখছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস। সাময়িক ভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বুলবুল মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দাপট দেখাতে না পারলেও গাছপালা,বিদ্যুতের খুঁটি বাড়ি ঘরের উপর ভেঙে পড়ে মাতলা নদীর

তীরবর্তী সাতটি পাড়ার প্রায় ২০০ বাসিন্দা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়। মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস নিজে থেকে তৎপর হয়েই এলাকায় ঘুরে ঘুরে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলে সাময়িক ভাবে সীমা হালদার,আহম্মদ মোল্লা,আজিমন বেওয়া,সহরালী মোড়ল সহ প্রায় ১৫০ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন মঙ্গলবার সকালে।

মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উততম দাস বলেন, সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করা হয়েছে। আগামী দিনে তারা যাতে ভালোভাবে বসবাস করতে পারেন তার জন্য মা মাটি মানুষের সরকার তাদের পাশে অতন্দ প্রহরীর মতো থাকবে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাসের এমন মানবিক উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়ে সুন্দরবনের কবি তথা সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার বলেন, আগামী দিনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা যদি এমন মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সকলকে এমন মানবিক কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

ঝড়খালিতে সবুজ বাহিনীর মহিলাদের ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুলবুলের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ঝড়খালিতে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এর কাজ শুরু করলেন মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সবুজ বাহিনী। সবুজ বাহিনীর মহিলাদের পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামবাসীরাও উৎসাহের সাথে এই কাজে হাত লাগিয়ে এগিযে .নিযে .যাচ্ছেন। সুন্দরবনের এলাকার ভাঙন ধরা নদীবাঁধ মেরামতির কাজ করতে ব্যস্ত,আবার কোথাও ম্যানগ্রোভ বীজ সংগ্রহ করে নদীর পাড়ে বসিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। সাথে সাথে ম্যানগ্রোভ বীজ সংগ্রহ করে নার্সারি তৈরির কাজ ও চালিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার ঝড়খালি, নফরগঞ্জ অঞ্চলের মহিলারা। কারণ এই বাদাবন ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন রক্ষা না পেলে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারে। জীবন জীবীকার জন্য সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে মাছ,কাঁকড়া ধরে বেঁচে থাকা মানুষগুলির একমাত্র উপায় ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ করা। আধুনিক পদ্ধতিতে যতই ঘরবাড়ি, বিল্ডিং,কংক্রিটের শহর গড়ে উঠে সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক না কেন মাঝে মধ্যে বুলবুল আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধেয়ে এস

পাট্টা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ভূমি দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার : তীব্র অনীহা সত্ত্বেও কলোনি এবং বস্তিবাসীদের আন্দোলনের প্রবল চাপে আংশিক হলেও তাদের দাবি পূরণ শুরু করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। কোচবিহার জেলায় ১৮৪টি কলোনির মধ্যে মাত্র ১২টি কলোনিকে মান্যতা দিয়ে এই সমস্ত কলোনির বাসিন্দাদের হাতে নিঃশর্ত পাট্টা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সাম্প্রতিক এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। ১৮৪ টির মধ্যে মাত্র ১২ টি কলোনিতে সার্ভে করে নিঃশর্ত পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও কেন বাকি কলোনিগুলির ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না সংশ্লিষ্ট দপ্তর? তা নিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন তুললেন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক মহানন্দ সাহা।

এদিন কোচবিহার শহরে কমরেড গোপাল সাহা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তাদের আন্দোলনের আংশিক দাবি পূরণ হলেও সন্তুষ্ট নন তারা। দ্রুততার সাথে বাকি ১৭২টি কলোনির ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া শুরু করুক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। নচেৎ আগামী ডিসেম্বর মাসে কোচবিহার জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি জেলার এই সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের ঐক্যবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সামনে ৪৮ ঘন্টা অবস্থানে বসবেন তাঁরা।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ওপার বাংলা থেকে কোচবিহারে আশা উদ্বাস্তুদের কলোনি উন্নয়নের পাশাপাশি সেই সমস্ত কলোনির বাসিন্দাদের হাতে নিঃশর্ত পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ২০১১ সালের পর এই জেলার প্রায় ২০ হাজার পরিবার আজও তাদের হাতে নিঃশর্ত দলিল পাননি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সার্ভের কাজ হয়ে গেলেও এই পাতার ব্যবস্থা করা হয়নি এবং এর পাশাপাশি অনুমোদন দেওয়া হয়নি ১৮৪টি উদ্বাস্তু কলোনিকে।

এই সময়কালে মোটা টাকার বিনিময়ে এই পাট্টা করিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল এবং বিজেপির ক্যাডাররা। এই অসাধু কার্যকলাপের এদের ঘোরতর বিরোধিতা করেন মহানন্দ সাহা। তিনি বলেন চলতি বছরের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখ সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ এবং বস্তি ফেডারেশনের যৌথ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কোচবিহার শহর। এই সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনি এবং বস্তিবাসীদের নিয়ে এক বিশাল মিছিলের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার সদর দপ্তর সংলগ্ন আমতলা মোড়ে এই নিঃশর্ত পাট্টা সহ এনআরসি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন এই সমস্ত সাধারণ মানুষ।

এই উত্তাল আন্দোলনের পর নড়েচড়ে বসে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ এই ১৮৪টি উদ্বাস্তু কলোনির যাবতীয় তথ্য সংবলিত একটি তালিকা তারা পেশ করেন কোচবিহার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। তার ফলশ্রুতি হিসেবে কোচবিহার শহরের নিউ ডাবরি –২ কলোনী, মালগুদাম কলোনি, কোচবিহার ১নং ব্লকের শ্যামসুন্দর পল্লী–২, কোচবিহার ২নং ব্লকের শ্যামা প্রসাদ কলোনি, প্রমোদনগর কলোনি, বাঘাযতীন কলোনি, দিনহাটা ১নম্বর ব্লকের সুকান্তপল্লী কলোনি, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের নোটাফেলা কলোনি, তুফানগঞ্জ মহকুমার উত্তর রামপুর, ঢোরার কুঠি, রামপুর সংকোশ কলোনি এবং মাথাভাঙার লাফাবাড়ি কলোনিতে সার্ভে শুরু করার পাশাপাশি এই সমস্ত কলোনির বাসিন্দাদের হাতে নিঃশর্ত পাটা তুলে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

কিন্তু শুধুমাত্র এই ১২টি কলোনি নয়, জেলার সবকটি উদ্বাস্তু কলোনিতে সার্ভে করে সংশ্লিষ্ট কলোনির বাসিন্দাদের হাতে নিঃশর্ত পাট্টা তুলে দেওয়ার এদিন দাবি জানান তিনি। মহানন্দ সাহা ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা দুলাল দেব, দেবেশ সাহা, তপন দাস প্রমুখ।

তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমা বাড়ল আরও ১২ দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিমার্জনের পর প্রতিবছর জানুয়ারিতে নতুন করে প্রকাশিত হয় ভোটার তালিকা। অথচ তাতে থেকে যায় অজস্র ভুল। নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদির ভুল যেমন থাকে তেমনই থেকে যায় অগুন্তি মৃত ও স্থানান্তরিত ব্যক্তির নাম। এমনকি হাতে থাকা ভোটার কার্ডে সমস্ত তথ্য ঠিক থাকলেও তালিকার তথ্যে ভুলের অন্ত নেই। আবেদন করেও তেমন কোনও সুরাহা হয় না বলে অভিযোগ মানুষের। নির্বাচন দফতরের আধিকারিকদের যুক্তি প্রতিবছর 'ডাটা ট্রান্সফার'–এর সময় প্রযুক্তিগত কারণেই নতুন করে সৃষ্টি হয় নানা ত্রুটি। এইসব অভিযোগ ও পাল্টা যুক্তির মধ্যেই প্রকাশিত ভুলে ভরা ভোটার তালিকা যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসে নানা বিড়ম্বনা।

এমন 'ভুলো' ভোটার তালিকার পাহাড় প্রমাণ ত্রুটি সাফ সুতরো করতে নির্বাচন কমিশন এবার চালু করেছে ইভিপি বা ইলেক্টর ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে ভোটাররা নিজেরাই অনলাইনে এনডিএসপি বা ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন। এছাড়াও ভোটার তালিকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যদেরও নিয়ে আসতে পারেন ক্রমানুসারে। দেশজুড়ে উৎসব মরশুমের প্রাক্কালে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রাম প্রথমদিকে কিছুটা গতি পেলেও পরে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় সময় বাড়িয়ে জানানো হয় সংশোধন করা যাবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে না দেখে ফের বাড়ানো হল সময়। শেষ সময়সূচিতে তা বেড়ে হয়েছে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। অর্থাৎ এ মাসের পুরোটা জুড়েই সুযোগ দেওয়া হয়েছে সংশোধনের। অবশ্য ইভিপিতে বলা আছে যারা নিজেরা অনলাইনে তথ্য যাচাই করতে পারবেন না বিএলও–রা তাদের বাড়ি গিয়ে অ্যাপের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করে দেবেন। এরপর ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বাৎসরিক পরিমার্জনের কাজ। ভোটকেন্দ্রে বসে ফর্ম জমা নেওয়ার পর্ব চলবে ১৫ জানুয়ারির পর্যন্ত।

এসবই হল খাতায় কলমে কমিশনের নির্দেশ। বাস্তব পরিস্থিতিটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। অন্তত এরাজ্যের মানুষের অভিযোগ দুর্বল প্রচারের জন্য প্রোগ্রামের খুঁটিনাটি এখনও পৌঁছয় নি মানুষের কাছে। এমনকি বেশিরভাগ বিধানসভা ক্ষেত্রের বিএলওরা এখন আড় ভাঙেন নি। প্রত্যেক এলাকাতেই সাধারণ ভোটাররা নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় সাইবার কাফেতে তথ্য যাচাই ও ফর্ম জমা করছেন। জেলা, মহকুমা ও ব্লক অফিসে ফেসিলিয়েশন সেন্টার খোলা হয়েছে বটে কিন্তু তার কোনও প্রচার না থাকায় সেখানে উপস্থিতির হার খুবই কম। অথচ শেষ মুহূর্তে এসে তর তর করে বাড়ছে ভেরিফিকেশনের হার। কি করে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল নির্বাচনী অফিসে বসেই বহু কর্মী লাগিয়ে করে দেওয়া হচ্ছে ভেরিফিকেশন। অভিযোগ এর ফলে না হচ্ছে প্রকৃত সংশোধন, না পূরণ হচ্ছে কমিশনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এত তোড়জোড় করে অর্থ খরচ করে আদৌ কোনো কাজের কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু 'টার্গেট' ফুল ফিল হচ্ছে মাত্র। অর্থাৎ ভোটারদের আশঙ্কা এবারও ভুল থেকে রক্ষা পাবে না ভোটার তালিকা। কমবে না বিড়ম্বনাও।

দুর্ঘটনায় মৃত সাত

অভীক মিত্র, বীরভূম: মঙ্গলবার সকালে সাঁইথিয়ার কুলোড়া গ্রামে ডাম্পারের ধাক্কায় মারা যায় এক যুবক । জখম হয়ে দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । গত ১০ নভেম্বর সকালে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে মোটরবাইকে করে ডায়ালিসিস করতে যাওয়ার সময় দ্রুতগামী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় মারা গেলো বাবা ও ছেলে । মৃতরা হলো শেখ লতিফ এবং শেখ জাকির । বাড়ি শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লী । ৯ নভেম্বর ভোর তিনটে নাগাদ শ্রীনিকেতন মোড়ের কাছে গোরুবোঝাই লরির সঙ্গে দশচাকা ট্রাক পরে পুলিশের টইলদারি ভ্যানের সাথে সংঘর্ষ হয় । মারা যায় কচি এবং ভবেশ বাউড়ি নামে দুইভাই । বাড়ি ইলামবাজার থানার ধল্লা গ্রামে । জখম পাঁচ পুলিশকর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । সকালে একডালিয়া মোড়ে দশচাকার লরির গ্যারেজে ঢুকে গেলে দুই গ্যারেজকর্মী এবং লরির চালক জখম হয় । লরির খালাসী পলাতক । ৮ নভেম্বর রাত্রে ইলামবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে দশচাকা লরির ধাক্কায় মারা যায় বাইক আরোহী বিশ্বজিৎ আকুঁড়ে । ৪ নভেম্বর ভাদীশ্বরে লরির ধাক্কায় মৃত আজিম শেখ ।

উদ্ধার বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৮ নভেম্বর দখলবাটি গ্রামের একটি দোকান থেকে তিন ড্রাম বোমা উদ্ধার করে পুলিশ । সকালে সিউড়ি সাঁইথিয়া রেললাইনের কেন্দুয়া মালপাড়ার ঝোপ থেকে একটি কৌটো বোমা উদ্ধার করে রেল পুলিশ । গত ৭ নভেম্বর দান্যগ্রামে পয়তাল্লিশটি বোমা উদ্ধার হয় । নানুর থানার সাঁওতা গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে জখম হয় চারজন । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ।

বাটার সভা জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত

দীপক ঘোষ : ১২ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৫টায় বাটা কোম্পানির গেটে তখন বিজেপি–র পতাকা চারিদিকে উড়ছে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির বাটা–মহেশতলা শ্রমিক সংগঠনের মহা মিলন উৎসব (বিজয়া সম্মিলনী)। বাটা কারখানার 'স্ট্যান্ড বাই শেডে' প্রায় হাজার খানেক বিজেপি–র কর্মী সমর্থক তখন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত করে চলেছে।

মঞ্চে মহেশতলা পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর ঝিন্টু সরকার তখন বক্তব্য রাখছেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমে কংগ্রেস করতাম। ৩৫ বছর সিপিএম এবং হার্মাদদের অত্যাচার সহ্য করতে পারিনি, লড়াই করেছি অনেক তখন সামনে পেলাম বাংলার অগ্নিকন্যাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে যা দেখলাম এই ক বছরে এই দলটা হার্মাদের থেকে ছাপিয়ে আরও মারাত্মক আকারে গোটা মহেশতলা জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই এই দল ছেড়ে দিয়েছি ১৮ মাস আগে। আজ আমি বিজেপি দলের সদস্য। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের আদর্শ পথ ধরে মহেশতলায় লড়াই চালিয়ে যাবো।

মহেশতলা পুরসভার পাঁচবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর রমনী নস্কর। তিনি বলেন, বুকে সাহস নিয়ে লড়াই করতে হয় আমি এই শ্রমিক সংগঠনের জন্য লড়াই করতে রাজি। সংগঠনের পাশে থেকে কাজ করে যাব।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সভাপতি উমেশ দাস বাটার শ্রমজীবী মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সামনে নির্বাচন আসছে দলের উচ্চতর নেতৃত্বের নির্দেশ প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। কোনও রকম ভাবে কেউ বিভ্রান্ত করলে ভুল পথে পা দেবেন না। দলের নেতৃত্বকে জিজ্ঞাসা করে কাজ করুন। সঠিক, সৎভাবে কাজ করুন এই নির্দেশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন। বাটা মোড়ে মজদুর ইউনিয়নের প্রাক্তন সম্পাদক সুবীর চক্রবর্তী বর্তমানে তিনি বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের লড়াকু নেতা তিনি বলেন, বাটার এই শ্রমিক সংগঠন গোটা মহেশতলার ছোট ছোট শিল্পের সংগঠনগুলিকে দিশা দেখাচ্ছে তারাও এই সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছে প্রায় ১৫–২০ টি সংগঠন। অনুমান বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে গোটা মহেশতলা অঞ্চল জুড়ে। উপস্থিত ছিলেন গৌতম চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ আরও অনেকে।

ফটিকগাছি দলুই বাড়ির রাস উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: হাওড়া ফটিকগাছি দলুই বাড়ির রাস উৎসব পালিত হল মহা সমারোহে । ৪১ বছরের এই রাস উৎসব মূলত পারিবারিক হলেও সমস্ত গ্রামবাসী এই উৎসবে অংশ নেয়। রাস পূর্ণিমার দিন যেমন মহা সমারোহে পুজোপাঠ হয়। সারা বছরই পারিবারিক মন্দিরে রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি নিত্য পুজো হয়। এই রাস উৎসব ঘিরে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নরনায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়।

জরুরি বিভাগে নেই শেড ও শৌচালয়, বিরক্ত রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাথার উপর কোনও শেড না থাকার জন্য প্রতিদিন বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসে রোদ,ঝড়,বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রোগী সহ রোগীর পরিবার পরিজনদের।এমন চিত্র প্রতিদিনই দেখা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এর পাশাপাশি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতলের মধ্যে সাধারণের জন্য ব্যবহৃত শৌচালয় নিয়েও বিস্তর অভিযোগ চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজনেদের।

আবার হাসপাতালের মধ্যে থাকা সাধারণের জন্য ব্যবহৃত একটি শৌচালয় রয়েছে। অভিযোগ সেই শৌচালয়টি রাত্রি সাতটা আবার কখনও বা রাত্রি আটটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। আর শৌচালয় বন্ধ থাকার কারণে চরম বিপাকে পড়েন চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয় রোগীদের। ফলে প্রচন্ড রোদ হলে শেড না থাকার কারণে অসুবিধার সম্মূখীন হতে হয়।আবার বৃষ্টির সময় কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হয় রোগী সহ রোগীদের পরিবার পরিজনেরা। উল্লেখ্য, এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য ক্যানিং মহকুমার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা সহ অন্যান্য এলাকার এ বিষয়ে রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসেন এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসা পরিষেবার দিক দিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। পাশাপাশি এই হাসপাতালে সাপে কামড়ানো চিকিৎসা পরিষেবা রাজ্য তথা দেশের মধ্যে অন্যতম।

শৌচালয় ও বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য শেড এর ব্যপারে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ ইন্দ্রনীল সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, রোগী সহ রোগীর পরিবার পরিজনেরা যাতে করে ভালো পরিষেবা পায় তার জন্য ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

আলিপুর বার্তার বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রের এ বছরের বিজয়া সম্মিলনী গত ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের মন্দির নগর সত্যপীর তলার ময়ূর ভবনে। সম্মিলনীতে উপস্থিত আলিপুর বার্তার সাংবাদিক, শুভানুধ্যায়ী এবং অতিথিদের চন্দন ও পুষ্প দিয়ে বরণ করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পী গীতাঞ্জলী সরকারের অপূর্ব সঙ্গীত দিয়ে বিজয়ার আড্ডা শুরু হয়। এবারের আড্ডার বিষয় ছিল সাবেকিয়ানার দুর্গা পুজো না হালের থিম পুজো কোনটা ভাল। আড্ডায় অংশ নেন প্রণব গুহ, ডঃ দীপক বড় পণ্ডা, অরিন্দম আচার্য, ডাঃ সুবোধ চৌধুরী, অমিতাভ সেন, নির্মল গোস্বামী, ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, কল্লোল গুহ ঠাকুরতা, তাপস রায়, অরুণ লোধ, হেমন্তকুমার প্রমুখ। বিজয়া সম্মিলনী সফল করতে বিশেষ সহযোগিতা করেন মেডিকেয়ার নার্সিং হোমের কর্ণধার ডাঃ মশিহুর রহমান এবং ময়ূরভিলার কর্ণধার রবীন রায়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন কুনাল মালিক, অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বাওয়ালি যুব সম্প্রদায়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের শারদীয়া উৎসবের স্যুভেনিয়র 'আগমনী' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

লক্ষ টাকার ব্ল্যাক মেল লোকান্টোর ওয়েবসাইটে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : এক ব্যাক্তিকে দুজন মহিলা ব্ল্যাকমেল করে নগদ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিল। সোনারপুর থানা সূত্রের খবর, লোকান্টো নামে এক ওয়েব সাইটে সুন্দরী মহিলা পছন্দ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি প্রতারণার কবলে পড়েন। ওয়েব সাইটের নির্দেশ মতো টাকা দিয়ে কুকীর্তি করার সব ছবি তুলে ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে দাবি করা হয় আরো ৫০ হাজার টাকা। এরপর কয়েক দিন বাদে ওয়েব সাইটের পক্ষ থেকে আরও ১ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। তাকে ব্ল্যাক মেলিং করা হচ্ছে বুঝে ওই ব্যক্তি সোজা চলে আসে সোনারপুর থানায়। সব ঘটনা জানার পর সোনারপুর থানার আইসি সঞ্জীব চক্রবর্তী পরিকল্পনা মাফিক ওয়েব সাইটের মহিলাদের ১ লক্ষ টাকার দেওয়ার টোপ দিয়ে এক জায়গায় আসতে বলে। ঋতু চক্রবর্তী ও শান্তা মুখার্জী নামে দুজন মহিলা টাকা নেওয়ার জন্য আসতেই ঘিরে ফেলে পুলিশ। জানা যায়, এরাই লোকান্টো ওয়েব সাইটের পাণ্ডা। বর্তমানে তারা সোনারপুর থানার লকাপে। আইসি বলেন, এই ঘটনার পেছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কিনা তা খুঁজে বার করার চেষ্টা হচ্ছে।

ত্রাণ নিয়ে চিন্তায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ওই বাড়িগুলি পুননির্মাণ করতে হবে। মুখ্যসচিব রাজীব সিংহকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে বৈঠকের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা আছে, ত্রাণ সামগ্রীরও অভাব আছে। এইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ট্রলার উল্টে মৃত সঞ্জয় দাসের স্ত্রী ববিতা দাসের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ১৩ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট–হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানেও একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ত্রাণ নিয়ে কারও কোনও যেন অভিযোগ না থাকে। ত্রাণ দেওয়ার সময় এ বাড়ি, ও বাড়ি, এ পার্টি ও পার্টি যেন না দেখা হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে রাজনীতির রং দেখলে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, গোটা রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল নষ্ট হয়েছে। বসিরহাটে ১২০০ বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিনও বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে মৃত পরিবারদের হাতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। তিনি এদিন ঘোষণা করেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সরকারি কর্মীরা বাড়তি ৪ ঘন্টা কাজ করলে বিশেষ ভাতা পাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু ১৩ কেজি চাল ও শিশু খাদ্য দেওয়া হবে। পরিক্ষার্থীদের ৫ লিটার কেরোসিন তেল ও হ্যারিকেন দেওয়া হবে। নদী বাঁধ বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ আর বিশেষ ঘাস লাগানো হবে।

বাড়ছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্প চালু হওয়া স্বত্বেও বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জয়নগর থানার তিলপী গ্রামের এক জরী কারখানার মালিক জানান, শিশুদের কম পারিশ্রমিকে কাজ করানো হয়, পাশাপাশি দোকানের গ্লাস ধোয়া বা অন্যান্য কাজ সহজেই করানো যায়। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন এক দর্জি কারখানার মালিক জানান, অনেক শিশুকে তাদের বাবা মা খেতে দিতে পারে না। এখানে খেয়েদেয়ে দর্জির কাজ শিখে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অসুবিধা কোথায়? ঠিক একই মত পোষণ করেন, এক বাটিক শিল্পের মালিকও।

এবিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি শামিমা সেখকে জিজ্ঞাসা করা হলে শিশু শ্রমিকের ব্যাপারে সত্যতা স্বীকার করে বলেন দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষজন শিশুদের কে শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করে মুনাফা লুটে থাকে। আমারা উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে শিশু শ্রমিক নির্মূল হয় এবং অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে আধিকারিক দপ্তর

মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিজ্ঞপ্তি

সকলকে এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে মন্দিরবাজার আই. সি. ডি. এস প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগের জন্য ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মন্দিরবাজার ব্লকের বাসিন্দা মহিলারা ০৯/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র দাখিল করতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে মন্দিরবাজার আই. সি. ডি. এস অফিসে, যে কোনও কাজের দিন।

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মন্দিরবাজার দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৫৩৪০/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৫/১১/১৯

TENDER NOTICE

NIT NO : 01/2019-20/AMOTC/BARUIPUR Dated 11.11.2019

The Office of the Agricultural Marketing Officer (Training & Canning), Baruipur, South 24 Parganas (Office Address : Office of the Agricultural Marketing officer (Training & Canning), Baruipur, Tiwari Bhavan, Subuddhipur, Arup Bhadra Sarani, Baruipur, Kolkata 700144) is inviting sealed tender from reputed suppliers / manufacturers / organizations / persons for the works namely supply of machineries, equipments & utensils etc in relating with Execution of Advance Training on "Low Cost Preservation Techniques of Fruit and Vegetables with Special Emphasis on Development of Entrepreneurship & Supply Chain". Necessary information in this regads may collect from the office of the undersigned. Last date of submission of Tender is 26.11.2019 up to 1 pm.

Sd/- Sneha Das Chowdhury
Agricultural Marketing Officer
(Training & Canning), Baruipur

৫৩৪০/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৫/১১/১৯

মহানগরে

টালা বস্তিবাসীর উৎকন্ঠা

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজের নিচে যে 'রেল বস্তি' পাড়া ছিল গত ১১ নভেম্বর তাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হল বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। মহানাগরিক বলেন, ওই বস্তিবাসীদের জন্য পুর উদ্যোগে অন্যত্র ঘর করে দেওয়া হয়েছে। তাদের এদিন থেকে 'শিফটিং' শুরু হল। কিন্তু স্পটে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় এদিন থেকে রাজ্যে পূর্ত দফতরের উদ্যোগে ব্রিজের নিচের ঘরদোর ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ওই পাড়ার ৭০–৭৫টি পরিবারের কর্তাদের বক্তব্য, আমরা আজ থেকে 'উদ্বাস্তু' হলাম। এবার আমাদের অনিশ্চয়তা ও উৎকন্ঠায় ভরা জীবন শুরু হল। কোথায় বাসা গড়বো সে ঠিকানায় এখন চিন্তিত। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তার বক্তব্য, এরা প্রকৃত পক্ষে 'জবরদখলকারী'। অধিকাংশই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা। অধিকাংশের 'আধার কার্ড' থাকলেও তা স্থানীয় কলকাতার ঠিকানায় নয়। কিছু ব্যক্তি স্থানীয় টালার খালপাড়ের জঞ্জাল, খোলা নর্দমা ও দিনে–রাতে মশায় ভরা এলাকায় প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ঝুপড়ি পেয়েছে।

ভাঙা রাস্তা দ্রুত সারাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসব পরবর্তী বর্ষায় কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন রাস্তা ভেঙেচুরে গিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় পুরভবনের শীর্ষ স্তরে চিঠি জমা পড়েছে। সে জন্য পুর সড়ক দফতর অভিযানে নামছে । গত ১১ নভেম্বর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সাম্প্রতিক বর্ষায় কলকাতার কিছু রাস্তা ভেঙে গেছে আজই পুর সড়ক দফতরের মেয়র পারিষদ রতন দে'কে বলেছি, ওনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়র ও ডিজিদের নিয়ে রাস্তা পরিদর্শনে বেরিয়ে কোন কোন রাস্তা বর্ষায় ভেঙে চুরে গিয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করে যতদূর সম্ভব দ্রুত তার সঙ্গে রাস্তাগুলি সারিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যেখানে যা রঙ করার প্রয়োজন আছে, তার 'ইন্সট্রাকশন' আমি দিয়েছি। মেয়র আরও বলেন, শারদোৎসবের আগে রাস্তা সারাই হয়েছিল কিন্তু শারদোৎসব পরবর্তী বৃষ্টিতে এবং বিধ্বংসী সামুদ্রিক দ্রুতগতির ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুলে'র দাপটে বেশ কিছু ল্যাম্প পোস্ট ভেঙে গিয়েছে। রাস্তায় বড়ো ক্রেন পড়ে গিয়ে রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। ৫৭টিরও বেশি গাছ উপড়ে বা ভেঙে গিয়ে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেগুলি চলতি সপ্তাহের মধ্যেই যানবাহন চলনসই করার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছি।

সড়ক পরিবহণে অগ্রাধিকার দিচ্ছে ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশে ক্রমবর্ধমান ডাক পার্সেল পরিষেবার জন্য ডাক বিভাগ সড়ক পরিবহণের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কলকাতায় ভারতীয় ডাক বিভাগ : ভবিষ্য দিশা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় মুখ্য পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম

ভট্টাচার্য একথা জানান। তিনি আরও বলেন, সড়ক পরিবহণের মাধ্যমে ডাক পার্সেল পরিষেবা প্রদানের কাজ গত পয়লা নভেম্বর থেকে কলকাতা–গুয়াহাটি, কলকাতা–ভুবনেশ্বর ও কলকাতা–পাটনা সার্কিটে শুরু হয়েছে। আগামী বছরের গোড়াতেই কলকাতা ও রাঁচির মধ্যে এ ধরনের পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গৌতম ভট্টাচার্য জানান, ডাক পার্সেল পরিবহণেরপরিবর্তে রেল, এখন যাত্রী পরিবহণে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ায় ডাক বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডাক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে জোর দিচ্ছে বলে জানিয়ে গৌতমবাবু বলেন, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজেও সমান অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে ডাকঘর পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাসপোর্টের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশে ৪২৪টি ডাকঘরে পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে বলেও তিনি জানান। এছাড়াও, আধার কার্ডে সংশোধন, নতুন কার্ড তৈরি বা নথিভুক্তিকরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ১,১০০টি ডাকঘরে এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গৌতম ভট্টাচার্য জানান, ডাক বিভাগের লক্ষ্য হল ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য লাইনের শেষ দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাছেও আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

সেইসঙ্গে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলিতেও পার্সেল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা। ডাক পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি কোণায় পরিষেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যাতে, ২০২৪ সাল নাগাদ ডাক পরিষেবার ১০ শতাংশ বাজার দখল করা যায়। ডাকঘরগুলির মাধ্যমে ই–বাণিজ্য রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও সরল করে তুলতে এবং নাগরিক–কেন্দ্রিক পরিষেবার জন্য নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মানোন্নয়নেও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে গৌতম ভট্টাচার্য জানান।

পরিসংখ্যানের তথ্য একসাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিসংখ্যানই হল তথ্য ভাণ্ডার। সরকারের কাছে এই পরিসংখ্যানই গুরুত্ব পায় সবথেকে বেশি। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যান একে অপরের পরিপূরক। যেমন নাগরিক পরিসংখ্যান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনই সবাই সবার সাথে এক সূত্রে বেঁধে রয়েছে। তাই কেন্দ্র রাজ্য সকলে মিলেই পরিসংখ্যানকে এক সাথে সকলের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। ওয়েব–এ সব পরিসংখ্যানই মানুষের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। সব কটি রাজ্য আছে এই আওতায়।

এ বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য স্ট্যাস্টিসক্যাল অর্গানাইজেশনের ২৭তম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১১ নভেম্বর বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। উপস্থিত ছিলেন এমওএসপিআই–এর অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের ডিরেক্টর জেনারেল সহ অন্যান্যরাও। এছাড়াও এদিন এ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনারও আয়োজন করা হয়। যাতে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশনের চেয়ারম্যান বিমল কুমার রায়। জাতীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের ডিরেক্টর হংসরাজ যাদব, জয়েন্ট ডিরেক্টর শ্রীকান্ত কালে, ডেপুটি ডিরেক্টর রোহিত মৌড়িয়া, ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর অরিন্দম মোদক সহ অন্যান্যরা। সকলেই তুলে ধরেন এক সাথে পরিসংখ্যানের তথ্য আমাদের অনেকটাই সাহায্য করবে। এমন এক পদক্ষেপকে সকলেই সানন্দে গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে গত ১৩ নভেম্বর কলকাতা ' শ্রী ' অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে এক পুজো কমিটিকে স্মারক তুলে দিচ্ছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

কৃষিপণ্য রফতানিতে পিছিয়ে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষিজাত দ্রব্যাদি রফতানি নিয়ে এক আলোচনার আয়োজন করে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ১৫ নভেম্বর ডেপুটি চেয়ারম্যান কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এল বালাজি অরুণকুমার বলেন আমাদের রাজ্যে ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু অতিরিক্ত থাকে কিন্তু আমরা রফতানি করতে পারি না কারণ অন্য জায়গায় জ্যোতি আলু খায় না। তাই এখানেই পড়ে থাকে। আমাদের ভাবতে হবে অন্যভাবে। এছাড়াও মজার ব্যাপার হলো ভাল জলের অভাবে ধোয়া হয় না তাই রফতানিও হয় না। ভারত সরকারএর ডেপুটি ডিরেক্টর এস কে ভর্মা বলেন ঢ্যাড়স রফতানি করা যায় না তার কারণ হল পেসটিসাইড যা ব্যবহারের জন্য।পশ্চিমবঙ্গ ফ্রুট ও ভেজিটেবিল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক অঙ্কুষ সাহা বলেন। পরীক্ষাগার নেই, যা প্রয়োজন পান, লিচুর জন্য যাতে এগুলি রফতানি করা যায়। এই রাজ্যের রফতানি কমেছে তিনি দাবি করেন আধিকারিকরা এই ক্ষেত্রে দায়ী কারণ অনেক ক্ষেত্রে ওরা অনেক রকমের ভিত। কোন অভিযোগ এলে তাদের বদলির ভয় আছে তাই তারা পিছিয়ে যায়, মোদ্দা কথা হল সরকারের ইচ্ছা নেই এইভাবেই তোপ দাগেন তিনি। যদিও এপেডার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আর কে মণ্ডল বলেন, আমরা আপনাদের পাশে আছি, কিছু অসুবিধা হলে অবশ্যই আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখব। সেবির প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলমেন্ট–এর ডেপুটি ডিরেক্টর অর্চিস্মান লাগেরি বলেন জলজ জিনিসের আমরা এই রাজ্যে ভালই করছি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বণিক সভার সভাপতি ভিশাল ঝাঝারিয়া।

ছবি: উৎপল কুমার রায়

২৫–এ বাজিমাৎ চলচ্চিত্র উৎসবের

অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তথ্য চিত্র
গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
আবরিদগেদ, পরিচালক গৌরব পুরী

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘের ছবি
গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
সামার রাপসোডি, পরিচালক শ্রবণ কাতেকানাই

শ্রেষ্ঠ ছবি
নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড
দ্য গডেস অ্যান্ড দ্য হিরো, পরিচালক আদিত্য কৃপালনি

ভারতীয় ভাষার ছবি
স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড
রাম কল্যাণী, পরিচালক গীতা জে

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পরিচালক
হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড
পার্সেল, পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য

ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ ছবি
হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড
মাই ঘাট ক্রাইম নং ১০৩–২০০৫, পরিচালক অনন্থ মহাদেবন

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়
স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড
শপিয়া এ এজেস, পরিচালক লেনদিতা জেকিরাজ

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক
গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
নবরভেন টেস, পরিচালক ভ্যাকল্যাব মারহাউ

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছবি
গোল্ডেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড
লা লোরোনা, পরিচালক জায়রো বাস্তামান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২৫ বছরের অনুষ্ঠানে এক উৎসবের আবহ সিনেমা প্রেমীদের কাছে তুলে ধরেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শহরের ১৭টি প্রেক্ষাগৃহে এই চলচ্চিত্র উৎসবের আসর বসেছে। তবে নন্দন চত্বর একটু বেশি নজর কাড়ছে সকলের। নন্দন–১, ২ ও ৩, শিশির মঞ্চ এবং রবীন্দ্রসদনে উপচে পড়ছে ভিড়। এছাড়াও নন্দন চত্বরে খাবারের স্টলেও এবং সেলফি জোনেও ৮ থেকে ৮০ সকলেই গা ভাসিয়ে দিয়েছেন অকাল উৎসবের বাতাসে। নন্দন চত্বর মনে করিয়ে দিচ্ছে পুরনো সেই 'হরিদাসের বুলবুল ভাজা' সহ টানা রিকশা, গ্রামাফোন রেকর্ড, পাংখা পুলার, বড়ো ক্যামেরার সেই স্মৃতিগুলোকে। দেশের বিদেশের সকল পরিচালকদের এবং তাদের ছবির এক প্রদর্শনীও হয়েছে গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়তে। এছাড়াও সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার সহ বিভিন্ন আলোচনারও উপহার দিয়েছে প্রত্যেক দিনই সিনেমা প্রেমীদের। সাংবাদিক বৈঠকে প্রত্যেকদিনই উপস্থিত থেকেছেন দেশ বিদেশের পরিচালক তাদের ছবি নিয়ে। এবছর বিশেষ ভাবে স্থান পাচ্ছে কিছু স্বল্প দৈর্ঘের ছবিও। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছে দর্শকদের মনে। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রী ছাত্রীদের সহ বিদেশি পরিচালকদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি মন কাড়ছে সকলের। কারণ

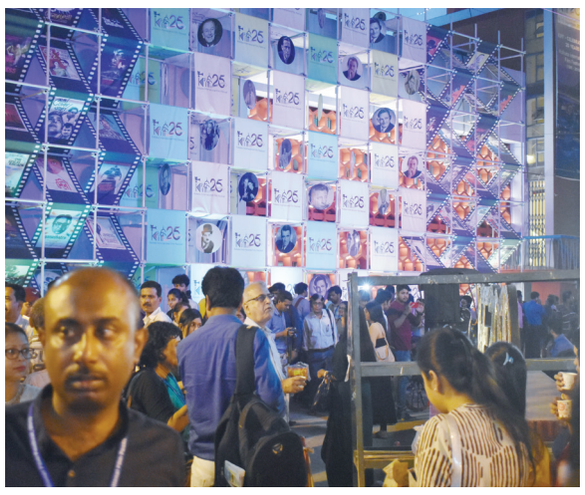

অল্প সময়ে অনেক কথা বলে দিয়ে যাচ্ছে এই সব ছবি। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরছে এবং মানুষের মনে দাগ কেটে দিচ্ছে ১৮ থেকে ২০ মিনিটের ছবিগুলি। বিভিন্ন তথ্যচিত্র নন্দন–২–তে অনবরত চলেছে এবং সকলেরই তথ্যভাণ্ডারকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়েছিল ভিড়। সিঁড়িতে এমন কি দাঁড়িয়েও সিনেমা প্রেমীরা সিনেমা দেখেছেন। এছাড়া রবীন্দ্রসদনের পাশে একতারা মুক্তমঞ্চে প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছিল 'সিনে আড্ডা'। তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত সহ নবীন প্রজন্মের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও। এমনই এক আলোচনা হয়েছিল যার শীর্ষক ছিল 'বিগ বাজেটের ছবি নাকি স্বল্প বাজেটের হিট ছবি' এই নিয়েও টানাটানি দ্বন্দ্বতেও উঠে এসেছিল পরিচালকের ম্যাজিকই আসল। শুধু তাই নয় এই সব চত্বরে আবদ্ধ থাকে নি এবছরের চলচ্চিত্র উৎসব। কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে হয়েছে পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা। উত্তর থেকে দক্ষিণ বড়ো বড়ো স্ক্রিন লাগিয়ে চলেছে প্রাক্তন, চাঁদের পাহাড়, গুপ্তধনের রহস্য, হামি সহ বিভিন্ন বাংলা ছবি। উজ্জ্বল নক্ষত্র খচিত নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম স্টেজে শুরু হয়ে ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয় নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীকে সাক্ষী রেখে। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে আসছে বছরের। ৮ থেকে ৮০ সকলেই বলেন চলচিত্র উৎসবের জন্যই তারা অপেক্ষায় বসে থাকেন এবং এই উৎসব মানুষের মনে যে এক অনন্য জায়গা করে নিয়েছে তা বলা বাহুল্য। বিদেশি বন্ধুরাও আপ্লুত কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সাক্ষী থাকতে পেরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন আলোকোজ্জ্বল উৎসবকে সকলেই কুর্নিশ জানিয়েছে। যদিও কিছু কিছু মানুষ সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। তারা বলেন, রাজস্বের টাকা খরচ করে কেনই বা এমন উৎসব।

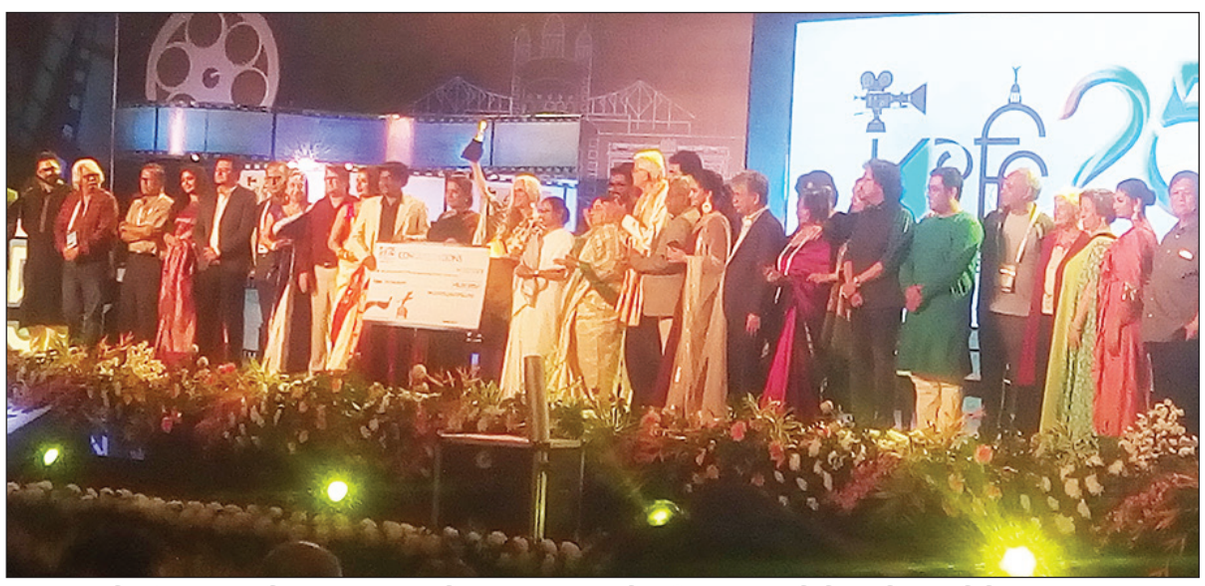

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নক্ষত্রের ভিড় নজরুল মঞ্চে। অভিনেত্রী সাবানা আজমি ছিলেন বিশেষ অতিথি।

মাঙ্গলিকী

শতাব্দী প্রাচীন চন্দননগর পুস্তকাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর, হুগলি : চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনে ১৪৭তম চন্দননগর পুস্তকাগারের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একগুচ্ছ বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই লাইব্রেরি মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই গ্রন্থাগারে ৬৫ হাজার বই আছে। এ বিষয়ে চন্দননগর পুস্তকাগারের লাইব্রেরিয়ান সোমনাথ ব্যানার্জী স্মারক বক্তৃতায় বলেন, ফরাসি গন্ধ মাখানো ঐতিহ্যপূর্ণ শহরের অলিগলিতে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের সম্ভার নিয়ে গাড়ি ঘুরবে। ডিজিটাল দুনিয়ার যুগে এমন উপহার তৈরি কররা হবে। এমন ভাবনা চিন্তা রয়েছে। স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারা ও প্রবীণদের জন্য হাসি ফোটাবে।

জেলার শহর অঞ্চলে 'চন্দননগর পুস্তকাগার' সেরা সম্মান পেয়েছে। এই লাইব্রেরিকে আলাদাভাবে স্থানীয় সমাজসেবী আশিস সাহা ১০ হাজার বই দান করেন। যা দৃষ্টান্তমূলক অবদান।

লাইব্রেরিতে তিন মাসে এক হাজার সদস্য হয়েছে। এদিন দুটি বই উদ্বোধন হয়। 'চন্দননগর দর্পণ' যাতে ৩৭ জন কবি সাহিত্যিকের লেখা প্রকাশ পায়। অন্যটি সাহিত্যিক ভবানী চরণ দাসের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীনের যুক্তবেণী। এদিন সঙ্গীত, বিতর্ক, অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ার্ধে মনোগ্রাহী শ্রুতি নাটক 'শ্রুতি বিভ্রাট' পরিবেশিত হয়। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে অংশগ্রহণে স্বপতী দেবনাথ, নূপুর চক্রবর্তী, শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়, রীনা ঘোষ ও সুমিত দাস, দ্বিতীয় শ্রীতমা মান্না, তৃতীয় প্রকৃতি ঘোষ। 'খ' বিভাগে প্রথম রমেশ দাস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তর্ষি দে, মৈনাক পাকিড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে যে বিশেষ অতিথিরা সংবর্ধিত হবে গুরুদাস কলেজের লাইব্রেরিয়ান ডক্টর জয়দীপ চন্দ্র, সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার এডিটর জয়ন্ত দে, চন্দননগর হেরিটেজ বিশেষজ্ঞ কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক প্রাশাসক অশোক সাউ, হুগলি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ডঃ ইন্দ্রজিৎ পান, বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ আবিষ্কর্তার প্রপৌত্র শৈবাল মোদক, সংযোগকারী জয়দেব মজুমদার।

এরই সাথে দক্ষিণ কোরিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগাসনে সোনার পদক জয়ী ছোট্ট সৃজা সাহাকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

বিজয়া সম্মেলন ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

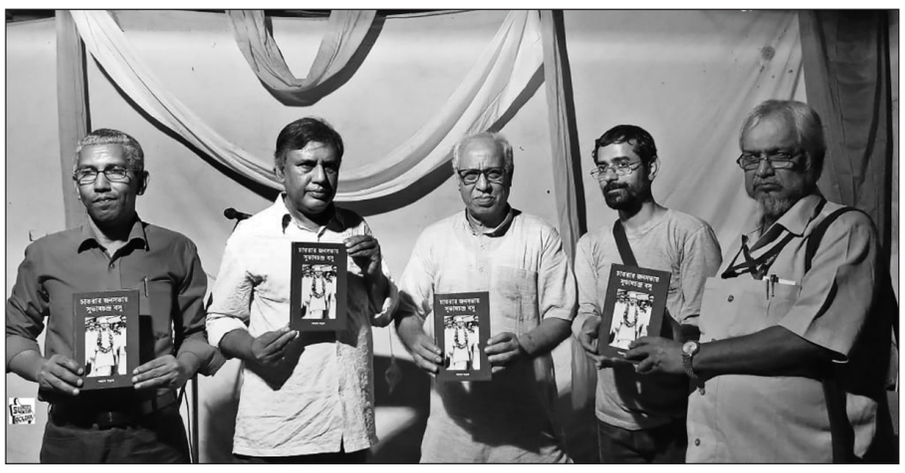

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নিজস্ব ভবনে গত ৩ নভেম্বর ২০১৯, মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলন ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপন মুখোপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দেবেশ সরকার, স্বপনকুমার বালা, তারাশঙ্কর আচার্য, নবকুমার বিশ্বাস, হরষিত রায়, তাপস তরফদার প্রমুখ। শুভ দাশগুপ্তের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন রুমা সাহা এবং নজরুল গীতি পরিবেশন করেন রোজি ঘোষ।

অনুষ্ঠানের মধ্যপর্বে কবি, সাহিত্যিক, গবেষক পলাশ মণ্ডলের সম্প্রতি লেখা 'চাতরার জনসভায় সুভাষচন্দ্র বসু' শীর্ষক বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন অধ্যাপক ড. শুভ্রদীপ দে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লেখক পলাশ মণ্ডল এবং ড. শুভ্রদীপ দে মহাশয়। বইটি লেখার পিছনে তাঁর পরিশ্রম তুলে ধরেন শ্রী মণ্ডল।

এরপর তত্ত্ব ও কথায় বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন নন্দিনী মল্লিক ও বিপ্লব দাস। নৃত্য পরিবেশন করেন ঋতুপর্ণা মুখার্জী, মৌসুমী পাল ও নেহা অধিকারী এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন গবেষক পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার পরিচালক তথা এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা ২৫ বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বই প্রকাশ একটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। তথাপি পলাশ বাবুর বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা ধন্য।

৩৬ দিন ধরে চলবে শ্যুটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: প্রতিবেদন মুম্বইয়ের ফিল্মী অভিনেতা জয়ম রবি এবং নায়িকা তপসি পন্নু হিন্দি ছবি জনগণমন–র শ্যুটিং করার জন্য বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ছুঁয়ে দার্জিলিং গেলেন। তাদের সঙ্গে মুম্বাইয়ের ২০০ জন ফিল্মী কলাকুশলী দার্জিলিং পৌঁছেছেন। শুক্রবার থেকে দার্জিলিং এর বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফা ছাড়াও অন্যত্র তাদের শ্যুটিং শুরু হবে। টানা ৩৬ দিন ধরে তাদের শ্যুটিং চলবে। শিলিগুড়ির মুভি ক্রাফট মিডিয়া এই শ্যুটিংয়ের সব আয়োজন করে দিয়েছে। এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রথমে এসে নামেন অভিনেতা জয়ম রবি। তিনি খবরের ঘন্টার প্রতিনিধির কাছে দার্জিলিং পাহাড়ের ফিল্ম ট্যুরিজমের কথা বলেন। এদিন দুপুরের বিমানে বাগডোগরায় এসে নামেন অভিনেত্রী তপসী পন্নু। মুভি ক্রাফট মিডিয়ার কর্ণধার চৈতালী ব্যানার্জী তাদেরকে স্বাগত জানান। যদিও অভিনেত্রী তপসী পন্নু সংবাদমাধ্যমের কাছে কিছু বলেননি। চৈতালী ব্যানার্জী জানান, তারা উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ট্যুরিজম বিকাশের জন্য কাজ করছেন।

৪ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশ পেল পেইন্টিং ইন দ্য ডার্ক–এর ট্রেলার ও গান। ছবির মুখ্য চরিত্রে আছেন রাশেদ রহমান তাছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে সায়ন্তী, শ্রীলা, বিশ্বজিৎ প্রমুখ অভিনেতাদের। ট্রেলার ও গান দর্শকদের মন কাড়বে বলে আশাবাদী। ছবির ট্রেলারে দেখা যায় একজন অন্ধ ছেলে তার মায়ের সন্ধানে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তবে তার মাকে খুঁজে পেল কি না তা জানতে ছবি দেখতে হবে। ছবির মিউজিকে রয়েছেন রাজদীপ দাশগুপ্ত। গান গেয়েছেন পায়েল। স্ক্রিপ্টে সমীর কৌশিক। সব ঠিকঠাক থাকলে এই মাসের শেষে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুক্তি পেতে পারে সত্যজিতের এই ছবি।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

কচিকাঁচা সবুজ সাথী

(সম্পাদনা – বিধান সাহা/কৃষ্ণা নাহা/দেবাশীষ রায়শর্মা/ আশ্বিন ১৪২৬ / দাম ৩৫ টাঃ) প্রয়াত শিশু সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই শিশু–কিশোরদের জন্য পত্রিকাটি সগৌরবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, এটা লিটল ম্যাগাজিন মহলে একটি উদাহরণ–যোগ্য প্রয়াস। ৮০ পাতার পত্রিকায় প্রচুর কবিতা / ছড়া রয়েছে। গল্প লিখেছেন সাবিত্রী নন্দী, সৈয়দ রেজাউল করিম, পুতুল ভট্টাচার্য, সুকুমার মণ্ডল, চূনীলাল রায় প্রমুখ পরিচিত লেখকরা। পত্রিকার শেষ অর্ধে কচি কলম পত্রিকাটি সন্নিবেশিত। এখানে কেবল ছোটরাই কলম ধরেছে। ব্যয়সংকোচের জন্য দুটি পত্রিকাকে জুড়ে ফেলা হয়েছে, তবে সেটা এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯এ, জজ বাগান, কলকাতা–৭০০ ০৮২)

নতুন মুখ

(সম্পাদক – আশিষ কুমার ভুঁইয়া / ষান্মাসিক পত্রিকা শারদ ১৪২৬ সংখ্যা / দাম ২৫ টাঃ) সাগর দ্বীপ থেকে একটি প্রশংশনীয় উদ্যোগ। পত্রিকাটিতে ছোটরাও কলম ধরেছে, তাদের জন্য আলাদা পরিসরও রাখা হয়েছে। ছড়া/কবিতা বিভাগে জেলার উল্লেখযোগ্য কবিদের লেখা স্থান করে নিয়েছে। মনোরঞ্জন পুরকাইত, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিধান সাহা, সৌমিত বসু, ভাগ্যধর বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন দাস, সুকুমার দাস প্রমুখ অনেকে রয়েছেন। গদ্য রচনার অপ্রতুলতা চেখে পড়ে। ছোটদের কল্পনাশক্তি বাড়ানোর জন্য গল্পের চেয়ে ভালো টনিক আর কি আছে। জেলার লেখকরা একটু ভাবুন না হয়। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত / প্রাক্ শারদীয় ১৪২৬ সংখ্যা / দাম – ৪০ টাঃ) – দশটি বছরে পরিক্রমায় পত্রিকাটি তার নিজস্বতা তুলে ধরতে সক্ষম। প্রথাধর্মী চর্বিতচর্বনের বদলে, ভালো লেখা খুঁজেপেতে এনে পুনঃপ্রকাশের কাজটিও এঁরা মসৃণ ভাবে করে চলেছেন। এই সংখ্যার শুরুতে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের (ধারাবাহিক) নিবন্ধটি (প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের অবস্থান) পাঠকদের সমৃদ্ধ করে, আগামী পর্বের জন্য কৌতূহল জাগিয়ে দিতে সক্ষম। অরবিন্দ দাসের নিবন্ধটিও (...বৃটিশ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ) সুলিখিত, পাঠকদের আগ্রহ আগাগোড়া ধরে রাখে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত অন্যান্য নিবন্ধগুলিও ব্যতিক্রমী ও সমৃদ্ধ। কবিতা অংশে কৃষ্ণা বসু, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ পাম্বী, কমল দে শিকদার, দিশারী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, আরতি দে প্রমুখেরা সুনাম বজায় রেখেছেন। ধারাবাহিক নাটকটির রসগ্রহণ করা গেল না, ত্রৈমাসিক বিরতির পর নাট্যসূত্র জুড়তে পারা বেশ কঠিন। প্রচ্ছদ সুন্দর। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫, নীলাচল, পোঃ নীলাচল, কলকাতা–৭০০ ১৩৪ / 9804816490 / littleplaban@gmail.com)

ভালবাসায়
ড. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

আমরা মাটির ঠাকুর গড়ে
ভালবাসতে পারি
মা বলে কি গোপাল বলে
কাছে আসতে পারি।
সেই ঠাকুরকে ভাসান দিয়ে
কেমন হাসতে পারি।
উমা যে গো ঘরের মেয়ে,
সারা বছর থাকি চেয়ে
ভিখারী শিব জামাই পেয়ে
সুখে ভাসতে পারি।
নানান ছাঁচে ঠাকুর গড়ে
ভালবাসতে পারি।
এত গভীর ভালবাসা,
পাই যে শান্তি, পাই যে আশা,
ভয়ে তো নয়, ভালবাসায়
কাছে আসতে পারি।
(সিউড়ী, বীরভূম)

গ্রামের ছবি
রূপালী গোস্বামী

ছলাত্ ছলাত্ পুকুরের জল
ঢেউ তুলেছে আরো বেগে
দুই ধারে তার মাটির ঘরে
প্রাণ উঠেছে জেগে।
পুকুরের কাছে নারকেল গাছ
সারা দুপুর বেলা
লেগেই থাকে ডালে ডালে
শত পাখীর মেলা।
সবুজ ক্ষেতে বনের ধারে
কত স্বপ্ন থাকে মাখা
এতো এক গ্রামের ছবি
গ্রামের মানুষের বুকের মধ্যে রাখা
(আনন্দপুর, কলকাতা–১০৭)

সহযাত্রী
লক্ষ্মণ দাস ঠাকুরা

আকাশ পালে হাওয়া দিয়ে
বইছে সংসার নৌকা
দশটা পাঁচটা দৌড়াদৌড়ি
খুন্নিবৃত্তিতে
যায় না দেখা রোদ চিকচিক্ জল
জীবনটাকে বাঁকিয়ে ধর
আয়নায় তার বিম্ব
স্মৃতি এ্যালবাম মেলে দেখো
ভিটে লুণ্ঠন মহাজন।
এখন নাচদুয়ারে পাহারা দেয়
আন্তর্জাল বিজ্ঞাপন।
তা হলে তিরতির স্রোতে
সহযাত্রী কজন?
(কালনা মোড়, বর্ধমান)

জীবনের মায়া
সুচন্দ্রনাথ দাস

নীড় যদি ছোট হয়, বড় তবু মন,
হৃদয়ের মাঝে ফুল সবুজের বন।
ভাঙা কিছু জুড়ে নিলে অভিনব হয়,
জীবনটা সুখে আর দুখে মধুময়।

থাকে মান, অপমান, থাকে অবহেলা,
আলো আর আগুনের নানা রূপ খেলা।
কত ব্যাথা বুকে থাকে, তবু কত আশা,
স্বপ্নের আকাশেতে চাঁদ ভালোবাসা।

গায়ে লাগে কাদা কালি, ধুয়ে যায় জলে,
আঙিনায় এসে পাখী কত কথা বলে।
আকাশের গায়ে মেঘ, রামধনু জাগে,
চোখ মেলে দেখি যদি অপরূপ লাগে।
রোদ্দুরে উজ্জ্বল, মেঘে ছায়া ছায়া
পৃথিবীতে তবু ভালো জীবনের মায়া।
(দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া–৭১১ ৩১৪)

চাবিকাঠি
বিক্রমজিত ঘোষ

জীবনে কোনদিনই হারায় না
ভালোবাসা কখনও পালিয়ে যায় না
সুখ–দুঃখ একসাথে কখনও মিলিয়ে যায় না
বারে বারে ফিরে আসে মানুষের মাঝে
জীবন কখনও জীবন থেকে পালায় না –
সে তার নিজের কথা বলতে চায়
সে তার কাছে কখনও হেরে যায় না,
সাফল্য–অসাফল্যের চাবিকাঠি নিয়ে
সে এগিয়ে যায় তার গন্তব্যস্থলে।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

রেখাপাত
ভীম ঘোষ

বন্যার কালো জলে তুলেছিলে আমার
সাঁওতাল দিঘীর ঘাটে।
প্রাচীন পৃথিবী গুপ্ত যন্ত্রণায়,
খুঁজে ফিরি, সম্পূর্ণ নারী।
নদীর ভাঙা ডিঙিতে সৃষ্টি করি
রেখাপাত
(শতল, কলসা, দঃ ২৪ পরগণা)

প্রিয়বান্ধবীকে
পার্থসারথি সরকার

তুমি কী আসবে ফিরে আমার আঙিনায়
শারদ সকালে কিংবা শারদ সন্ধ্যায়
আমাকে ছুঁয়ে দেবে কাশের উচ্ছ্বাসে
কিংবা দেবদারুর মৃদু বাতাসে
ভিজিয়ে দেবে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মত প্রেমে
কিংবা শিউলির গন্ধের মত ওমে
আমাকে ভাসিয়ে নেবে চাঁদের যমুনায়
কিংবা ধানের উদ্বেল ধারায়
তোমার নুপূরের শব্দ আমার ঘুমের উঠোনে
ফিরে এসো রজনীগন্ধা হাসি নিয়ে
তুমি এসো আমার নিভৃত ভালোবাসায়
নির্জন অশ্রুতে, বেদনার একতারায়
আমার শূন্যতায়, আমার পূজায়
এসো আমার ঈদে, আমার শারদীয়ায়।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

ঢেউ
সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

ঢেউ গুলো ছুটে আসছে ..... আর
ভেঙে পড়ছে নির্জন রাত্রির উপর।
হিমেল হাওয়ায় উড়ে আসছে
আমাদের বিগত দিনের কথাগুলো
ঝাউগাছ দোলাচ্ছে এলোমেলো লাজুক শাখা।
জ্যোতস্নার কোলাজে ফুটে উঠছে তোমার মুখ
তোমার গন্ধ ম ম করছে আমার চারপাশে।
শূন্য পেয়ালায় পড়ে আছে শুধু ঘন অন্ধকার
চুমুক দিলেই জমে উঠবে বিষাদ মৌতাত
এক প্রেমহীন বিস্বাদ এই তিক্ততার নির্যাস।
যেদিন প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে রক্তের লোহিতকণিকা
সেদিন ছুঁড়ে দেব এই ঢেউ–এর মাথায়
নতুন সজীবতায় অখণ্ড রোদ্দুরের পাণ্ডুলিপি আর
টুকরো টুকরো নীল আকাশ।
(গ্রাঃ জয়ন্তী, পোঃ– গাজীপুর, হাওড়া

আর্তি
তপন কুমার দাস

চোখ থেকে
চোখ খসে গেলে
ভালোলাগেনা কিছু আর
বুক ভাঙে
সুখ ভাঙে
আমাকে ঘেরে অন্ধকার।
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

বিষবৃক্ষ
অনন্ত ভট্টাচার্য

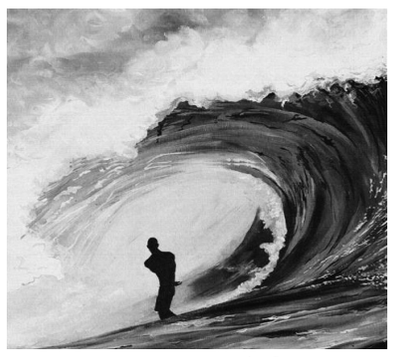

আবার মেঘের পাহাড় যে ঐ নীল আকাশের কোলে
বছর ঘুরে বর্ষা দেরী দূষণ দূরে ঠেলে।
নীল গ্রহকে শেষ করে আজ উঠছে নাভিঃশ্বাস
মানুষই তার শ্রেষ্ঠ প্রাণী – কৃতকর্মে হা–হুতাশ।
নিজ হাতেই বিষবৃক্ষ মানুষ রোপণ করে
খাচ্ছে এবার নিজেই সে ফল, মরণ শিয়রে।
আকাশ–দূষণ–বাতাস দূষণ, গভীর সাগরে –
ধূষণ ছড়ায় প্রতি ঘরে , মৃত্যু আসে ঘিরে।
জল শূন্য – জল শূন্য, ভূগর্ভে নেই জল
বাঁচবে মানুষ কেমন করে, বিষবৃক্ষের ফল।
(মাথুর, দঃ২৪পরগণা)

মহাদান
শিবনাথ মণ্ডল

রক্ত দাও রক্ত দাও, রক্ত কর দান
রক্ত দিয়ে বাঁচাবো আমরা অসুস্থদের প্রাণ।
রক্ত যে সবার লাল, তারও কত ভাগ
রক্ত দিয়ে কেটে যেয়ো সমাজে একটি দাগ।
অস্থায়ী জীবনটা দেহ ছেড়ে যে দিন যাবে চলে
এত যত্নের শরীরটা যাবে পচে গলে।
শেষ জীবনে দেহ খানি করে যাবো দান
মরার পরেও অসুস্থদের বাঁচিয়ে যাবো প্রাণ।
রক্ত দিয়ে অসুস্থদের বাঁচায় যাঁরা প্রাণ
এই সমাজের আল্লা হরি তারাই ভগবান।
(কবুড়া, পাঁচপাড়া, হুগলী)

নেই তার কোনো দাম
সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যে জীবন নীরবে কঠিন পাথারে
মাথা ঠুকে মরে দুঃসহ ভারে,
যে ফুল মুকুলেই দেবতার শাপে
ধরার সাথে মিলায় নাম,
নেই তার কোনো দাম।
যে বায়ু গুহার রুদ্ধ ফাঁদে
মুক্তির লাগি শুধুই কাঁদে,
না পেয়ে কোথাও স্থান,
নেই তার কোনো দাম।
যে হাসি ব্যাথার কশাঘাত হতে
বাঁচাতে পারে মান,
যে সুখ দুঃখের কবলে পড়ে
সহে কত অপমান,
নেই তার কোনো দাম।

অত্যাচারের বিচারে যারা
সমাজের বুকে রচিয়াছে কারা
সেই কারা–মাঝে মরিছে যাহারা
সভায় না পেয়ে স্থান,
নেই তার কোনো দাম।
(চণ্ডীপুর, মোড়া, হরিপাল, হুগলী)

অণু গল্প

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন
দেবপ্রিয় দাশ

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে পোস্টিং পেয়ে যারপরনাই খুশী হল প্রবীর। এই শহরেই যে তার ছোটবেলা কেটেছে। পরে বিভিন্ন কারণে দাদু ও বাবা এখানকার বাড়ি বিক্রি করে সোজা কলকাতা পাড়ি দেন। কালিয়াগঞ্জের স্থানীয় খবরের কাগজে পেয়িং গেষ্ট–এর বিজ্ঞাপন দেখে অতি উৎসাহিত হয়ে সেখানেই ছুটল প্রবীর। যেভাবেই হোক ওই বাড়িটাই হবে তার এখানকার বাসস্থান। বাড়ির মালিক নিঃসন্তান দম্পতি। ভদ্রলোকের নাম নিতাই পাল, তাঁর পরলোকগত পিতা এই বাড়িটা কিনেছিলেন। মাসিক টাকার অঙ্কটা একটু বেশি হলেও প্রবীর এক কথায় রাজি। চিলেকোঠার ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা হল। ভাল ঘর – দক্ষিণমুখী, আলমারী আছে, জানালার পর্দা ইত্যাদি। প্রথম দিনে খাওয়ার টেবিলে তিনজনের অনেক গল্প হল। নিতাইবাবু প্রবীরকে বললেন, তোমাকে শুধু মশারি টাঙাবার চারটে হুক দেখানো বাকি আছে, ওগুলো আগে থেকেও পোঁতা ছিল। আপাততঃ তুমি ঘরে গিয়ে বোসো, আমি একটু পরে আসছি, দেখিয়ে দেবো।

নিতাই বাবু একটু পরে এসে দেখলেন প্রবীর ইতিমধ্যে মশারি টাঙিয়েই নিয়েছে। তিনি একটু অবাক! বললেন, উরিব্বাস্, আলমারী আর পর্দার আড়ালের তিনটে হুক তুমি দেখতে পেয়ে গেলে! প্রবীর হেসে বলল, হ্যাঁ অনেক আগেই চোখে পড়েছে। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমার দাদুই ওগুলো পুঁতেছিলেন, আমি তখন এতটুকু, কিন্তু সেই স্মৃতি আজও মনে জ্বলজ্বল করছে! (কলকাতা–৪৭)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

রোহিতের নেতৃত্বে বাংলা বিজয় টিম ইন্ডিয়ার

অরিঞ্জয় মিত্র

০-১ পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত বাংলাদেশকে ২-১ হারিয়ে টি-২০ সিরিজে নিজেদের আধিপত্য মেলে ধরল ভারত। তাও অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ছাড়াই এই সাফল্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মাও দুরন্ত পারফম করলেন। সময়োচিত বোলিং চেঞ্জ করা বা তুখোড় অধিনায়কত্ব এর আগেও করে নিজের সুনাম বাড়িয়েছেন। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে রোহিতের অসামান্য ব্যাটিংয়ের কথা। বস্তুত, ভারত যে ম্যাচটায় সমতা ফেরাল তাতেও রোহিত ছিল একটাই একশো। নির্ণায়ক ম্যাচে জয়ের পিছনে যাদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁরা হলেন শ্রেয়স আয়ার ও দীপক চাহার। শ্রেয়স আয়ার ওই কঠিন ম্যাচে যেভাবে ৩৩ বলে ৬২ রান তোলেন তার ফলেই বাংলাদেশের জন্য বড় টার্গেট ছুঁড়ে দেওয়ার রাস্তা প্রস্তুত হয়। গত বিশ্বকাপ বা তার কিছু আগে থেকেই চার নম্বর জায়গাটা নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানীরিক্ষা চালাচ্ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দেখা গিয়েছে বিজয় শঙ্কর বা অম্বাতি রায়াড়ুরা এই জায়গায় কার্যত চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বকাপের আসরে ভারতের ব্যর্থতার পিছনে একজন দক্ষ চার নম্বর ব্যাটসম্যান না থাকাটা বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে অধিনায়ক বিরাট আর সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা আউট হলে ধরার মতো ব্যাটসম্যান ছিল না। এই জায়গাতেই শ্রেয়স আয়ারকে গ্রুম করতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। এবং সেটা আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই । এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আরেক তরুণ তুর্কীর কথা। আর দীপক চাহারের পেস অ্যাটাকের কাছে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা মুড়িয়ে না গেলে সহজে জয় পেত না টিম ইন্ডিয়া। ভুবনেশ্বর কুমার, উমেশ যাদব, যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, ওয়াশিংটন সুন্দররা থাকা সত্ত্বেও দীপ চাহারের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল ভারতীয় পেস অ্যাটাকে আরও একটি পালক নিশ্চিতভাবে জুড়ে গেল।

একইসঙ্গে এটাও বলতে হবে অধিনায়ক সাকিব-উল-হাসানকে ছাড়া বাংলাদেশ যে লড়াই দিল তাও যথেষ্ট উল্লেখ করার মতো। প্রসঙ্গত, বেটিং বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার পর ইতিমধ্যেই এই দুর্দান্ত অলরাউন্ডারকে ২ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছে আইসিসি। তাছাড়াও চোটের জন্য দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন নি অত্যন্ত সফল ওপেনিং ব্যাটসম্যান তামিম ইকবাল। এঁদের ছাড়াও বাংলাদেশ যে অসাধারণ খেলাটা হাজির করেছে তাকে ষোলো আনা তারিফ করতেই হবে। আরও একটা জিনিস পরিস্কার হয়ে গেল। এই বাংলাদেশ দল যদি একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তবে আগামীতে অনেক বড় টিমের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে তারা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দিলেই বিষয়টা আরও পরিস্কার হবে। আশির দশক এবং নব্বই দশকের একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিম ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড তো বটেই ভারত-পাকিস্তানের কাছেও প্রায়ও

ল্যাজেগোবরে হত শ্রীলঙ্কা। দলীপ মেন্ডিস, রয় ডায়াস, অশান্ত ডিমেল প্রমুখ গুটিকয়েক নাম ছিল যাঁদের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। সেই দলটাই পুরো চেগে ওঠে অর্জুন রণতুঙ্গার নেতৃত্বে। এদের সঙ্গে অরবিন্দ ডি সিলভা, রোশন মহানামা, অশাঙ্ক গুরুসিংঘে, চামিণ্ডা ব্যাস, মাথাইয়া মুরলিধরনের মতো বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান ও বোলিং অ্যাটাক মিলে ১৯৯৬ সালে বিশ্বজয়ী পর্যন্ত করে শ্রীলঙ্কাকে। এরপর আর বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও ফাইনালে গিয়েছে তারা। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিম কৌলিন্য লাভ করেছে ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই জায়গাটাই যদি আগামী দিনে বাংলাদেশ নিয়ে নেয় তবে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না মোটেই। এর জন্য এখনই প্রয়োজন সঠিক গ্রুমিং ও মানসিকতা গড়ে তোলার। সাকিব-উল হাসানের মাপের আরও ৪-৫ জন তারকাকেও এখন থেকেই তুলে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাতে হয়তো দেখা যাবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে একটা ভালো জায়গায় চলে আসছে বাংলাদেশ। র‍্যাঙ্কিংয়ে তো বটেই, খেলার মানেও তারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারবে বিশ্বের যে কোনও ক্রিকেট টিমকে। ভারতের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে আজহারউদ্দিনের আমলে বেটিং কেলেঙ্কারির পর আজ্জু, জাদেজাদের মতো তারকাদের হারিয়ে রীতিমতো কোনঠাসা ছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই জায়গা থেকে সৌরভের অসাধারণ অধিনায়কত্বে শচীন, দ্রাবিড়, কুম্বলে, লক্ষ্মণ, যুবরাজ, সহবাগ, জাহির খান, হরভজন সিংদের মতো তারকা ক্রিকেটারদের উত্থান ঘটে। ভারতও বিশ্ব ক্রিকেটের এক মহাশক্তি হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ধোনির নেতৃত্বে ভারতের বিশ্বজয়ী হওয়ার নেপথ্যে তাই এই অধ্যায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ যদি এই ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে পারে তবে আগামীর অন্যতম সেরা দল হয়ে ওঠা হয়তো সময়ের অপেক্ষা হবে।

গত বিশ্বকাপে সাকিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় ৪০০ রান তাড়া করে অল্পের জন্য হারা ম্যাচটা আজও ক্রিকেটভক্তদের মনের মণিকোঠায় থেকে গিয়েছে। ওই ম্যাচে ডেভিড ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ইনিংসে (১৬৬) ভর করে ৩৮২ রানের পাহাড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের ৩ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশ বোলারদের নিয়ে যত কম লেখা যায় ততটাই ভালো। অথচ সেই দলটাই কিনা এই বিশাল রান তাড়া করে মাত্র ৪৮ রানে হারে অজিদের কাছে। ৩৮২ রানের জবাবে ৩৩৩ রান নিশ্চিতভাবে অসামান্য চেজ। তাই শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও বাংলাদেশ সমস্ত দর্শকদের মন হয় করে নিল অচিরেই। ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি করে গেলেন মুশফিকুর। অনবদ্য লড়লেন মাহমুদুল্লাহ। তামিম ইকবালের ব্যাটিংও মনে রাখার মতোই। সৌম্য সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট না হলে বড় ইনিংস গড়তেই পারতেন। লিটনও ভালো শুরু করে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে প্রায় ৪০০ রানের চাপ নিয়ে যে এমনভাবে লড়া যায় তা বাংলাদেশকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে সাকিব-উল। যাঁর সম্পর্কে বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ১০ হাজার বছরে একটা সাকিব আসে। সেই মানুষটাই কিনা ২ বছরের জন্য ক্রিকেট সার্কিট থেকে বাইরে। এটা শুধু বাংলাদেশ সমর্থক বলে নয়, ভারতীয়দেরও ব্যথিত করেছে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেভাবে তাদের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিল তা রীতিমতো উল্লেখ করার মতো। কেকেআরের হয়ে খেলা সাকিবুল হাসান অসাধারণ খেলে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে প্রতিটা বেঙ্গল টাইগারকে দেখা গিয়েছে নিজেদের উজাড় করে দিতে। তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার যে গোড়াপত্তনটা করেছিল তা পুরোপুরি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বাকি খেলোয়াড়রা। আসল মুস্তাফিজুর থেকে বাকি সবাই যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রোটিয়ারা ছিটকে গিয়েছে ম্যাচ থেকে। বাংলাদেশকে এই বড় জয় পেতে আরও সাহায্য করেছে স্লগ ওভারে তাদের অসম্ভব দাপট। বস্তুত, ৪৪ ওভারে ২৬০ তোলা বাংলাদেশ শেষ ৬ ওভারে পায় ৭০ রান। এটাই দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তফাৎ গড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে। কারণ, প্রোটিয়ারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল রান তাড়া করতে। কিন্তু ওই ফারাকটা কিছুতেই ভরতে পারেনি আফ্রিকান সিংহরা। এক্ষেত্রেরা বাঘেরা কামাল করেছে ষোলোআনা ভালো খেলার মাধ্যমে। তার ওপর অধিনায়ক সাকিবের লড়াই যেন প্রতিটা বাংলার বাঘের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেজন্য প্রথম থেকেই টগবগ করে ফুটছিলেন বেঙ্গল টাইগাররা। সেই বাঘেদের রাজাই কিনা আজ মাঠের বাইরে। যদিও অধিনায়ককে ছাড়াই ভারতের মাটিতে প্রথম টি-২০ জিতে মামদুল্লাহরা প্রমাণ করেছেন বাংলার বাঘেরা সহজে হার মানে না। তাও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই দলের সঙ্গে সাকিব যুক্ত হলে সোনায় সোহাগা হয়ে উঠতে টাইগার ব্রিগেড।

এর সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এই ভারতীয় দল সম্পর্কে দারুণ আশাবাদী। বিরাটের অধিনায়কত্ব, স্টপ গ্যাপ ক্যাপ্টেনশিপে রোহিত শর্মার চমৎকার মানিয়ে নেওয়া, বোলিং অ্যাটাকের অসামান্যতা সব কিছুই মুগ্ধ করেছে এই প্রজ্ঞাবান ভারত অধিনায়ককে। তার সঙ্গে জুড়তে হবে সৌরভের একটি আক্ষেপের কথা। তিনি বলেছেন, এই দলের সব কিছু আছে। কিন্তু বড় টুর্নামেন্ট না জিততে পারলে তা সাকার হচ্ছে না। এজন্য এখন থেকেই সৌরভ পাখির চোখ করেছেন আগামী বছরের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপকে। ওই সর্বোচ্চ মানের ট্রফি জেতার জন্য দলে যে রদবদল করা যাবে সবই ঝালিয়ে নিতে চান তিনি।

আইএসএল কাঁপাচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের ভূমিপুত্র অভিষেক

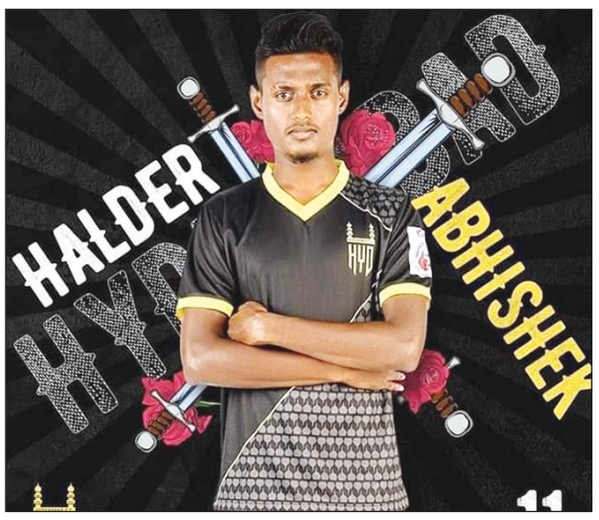

নিজস্ব প্রতিনিধি : দারিদ্রতা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী, তবুও সে ছিল তার লক্ষ্যে অবিচল। ছোটবেলা থেকে ছিল একটাই নেশা, ফুটবল। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি সাধারণ ঘরের মতো খেলাধুলা নিয়ে প্রথমেই বাড়ির লোক আপত্তি জানায়। কিন্তু এই বাধা তাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে পারেনি, কারণ ওই সবুজ মাঠ, বল, গোল পোস্ট দুটি ছিল তার জীবন। একেবারে ডায়মন্ড হারবার থেকে অনূর্ধ্ব 19 ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলে জায়গা করে নেয় ডায়মন্ড হারবারের ভূমিপুত্র অভিষেক হালদার। একের পর এক তার উত্থান। কখনো কলকাতার নামী ক্লাবের হয়ে খেলা, আবার কখনো ভারতীয় জাতীয় দলের জার্সি পরে মাঠে নেমে পড়া। অবশ্য বর্তমানে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে খেলছেন অভিষেক হালদার। এরই মাঝে কয়েকটা দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন অভিষেক । সেই অবসরেই অনুশীলনের ফাঁকে সাক্ষাতকারে অভিষেক জানান, ছোট বেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল জীবনে বড় ফুটবলার হব। কিন্তু বাবার একেবারেই পছন্দ ছিল না আমার এই ফুটবল খেলা কিন্তু আমি আমার লক্ষ্য থেকে সরে আসি নি। আমার জীবনের প্রথম কোচ পিন্টুদা। ওনার কাছ থেকেই আমার ফুটবল জীবনের হাতেখড়ি। উনি আমাকে শিখিয়ে ছিলেন কেমন ভাবে ফুটবল মারতে হয়। তার পরবর্তী সময়ে আমি কলকাতায় প্র্যাকটিসের জন্য আসি তখন ভোর ৫ টার সময়ে সকালে উঠে ট্রেন ধরে আসতে হত। তখন বাবা আমায় অনেক সাপোর্ট করতো। তার পর মোহনবাগানের জার্সি পরে খেলা, তার পরবর্তী চান্স পায় ভারতীয় দলে অনুর্দ্ধ ১৯ এর বিশ্বকাপে আর আজ আই এস এল । তবে ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে খেলার ইচ্ছা আছে। আর ডায়মন্ড হারবার কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব।

মুম্বইয়ে পাড়ি খুদে বিজয়ের

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: খেলার ময়দানে এতদিন প্রতিপক্ষকে জবাব দিচ্ছিল।। এবার ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কঠিন লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে বর্ধমানের খুদে ভলিবল প্লেয়ার বিজয় শীল। শরীরে ব্লাড ক্যান্সারের আক্রমণকে প্রতিহত করতে বিজয় বর্তমানে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই লড়াইয়ে বিজয়ের সঙ্গে শামিল তার পরিবার। পরিজনের পাশাপাশি আমজনতাও। কিন্তু, একমাত্র সন্তানের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ জোগানোটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ানোয় বিপ্লব শীল বিভিন্ন জনের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন।

ভলিবলকে আঁকড়ে ধরে মাত্র এগারো বছর বয়সেই আমজনতার নজর কেড়ে নেয় বর্ধমান শহরের ৫ নং ইছলাবাদ হ্যাচারি রোড পার্শ্বস্থ ক্ষুদিরাম কলোনির বিজয় শীল। বর্ধমান টাউন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া বিজয় এলাকাবাসীর কাছে একজন মেধাবী ছাত্র হলেও সে প্রতিভাবান ভলিবল প্লেয়ার রূপে বাড়তি পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু, এমন একজন প্রাণচঞ্চল প্রিয় খুদে খেলোয়াড়ের শরীরে মারণ ব্লাড ক্যান্সারের আক্রমণ সকলকে কার্যত হতবাক করে দিয়েছে।

স্থানীয় ও বিজয়ের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এলাকার অগ্রদূত সংঘের জুনিয়র ভলিবল টিমের এই খুদে প্লেয়ারের শরীরে ব্লাড ক্যান্সারের উপস্থিতি ধরা পড়ে গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। তারপরই তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য

বর্ধমানের খুদে ভলিবল প্লেয়ার বিজয় শীল

বিজয়কে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইতিমধ্যেই প্রথম কেমোথেরাপি সম্পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেখানে ৬-৮ মাস চিকিৎসা চলবে। সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা সম্পন্ন হতে বছর দুয়েক সময় লাগতে পারে। এখনও পর্যন্ত বিজয় অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের ময়দানে ব্লাড ক্যান্সারের আক্রমণকে রুখে চলেছে। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, এভাবেই লড়াই করে বিজয় শীঘ্রই মারণ রোগকে পরাস্ত করে জয়লাভের আনন্দে মেতে উঠবে।

বিপ্লব শীল পেশায় একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি। এলাকায় ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং-এর কাজ করে তাঁর সংসার চলে। বিজয় তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান। স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে তাঁর সুখেই সংসার চলছিল। কিন্তু, হঠাৎই ছন্দপতন। পুত্রের শরীরে ব্লাড ক্যান্সারের থাবা যেন বিপ্লববাবুর সুখের সংসারে দুঃশ্চিন্তার মেঘে ঢেকে দিল। বর্তমানে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে মুম্বইয়ে একটি ভাড়া ঘরে থেকে পুত্রের চিকিৎসা করাচ্ছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের বিপ্লববাবু ইতিমধ্যেই পুত্রের চিকিৎসার জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। দরকার আরও ৬-৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু, কোথা থেকে এত টাকা মিলবে সেটাই এখন বিপ্লব শীলের কাছে কোটি টাকার প্রশ্ন। এজন্য অবশ্য তিনি আত্মীয় পরিজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে মুম্বই থেকে বিপ্লব শীল টেলিফোনে আলিপুর বার্তাকে বলেন, আমার একমাত্র সন্তান ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে তার ব্যয়বহুল চিকিৎসা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন কেমো দেওয়া হচ্ছে। ৬-৮ মাস একটানা চিকিৎসা চলবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ দু'বছর ধরে চিকিৎসা চলবে। পুরোপুরি চিকিৎসার জন্য আরও ৬-৮ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। অথচ আমার আর্থিক সামর্থ্য কম। এজন্য আমি আত্মীয় পরিজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। আমার আবেদনে ইতিমধ্যেই অগ্রদূত সংঘের মতো অনেকেই আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সহযোগিতা ও প্রার্থনায় বিজয় শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।

ভারতী সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত ভারতী সংঘ দু'দিন ব্যাপী ছোটোদের (১৪ বছরের নিচে) ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। ৮টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। গত ৩ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্যায়ে উইনার্স হয় ভারতী সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টার, রানার্স হয় রুবি কস্ট কালচারাল। ওইদিন একটি মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল।

অংশগ্রহণ করে বেহালা একাদশ ও সরশুনা একাদশ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন রায় ফুটবলার কুতুবউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ। ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পাঁচটি পদক জয়ী সাঁতারু তিয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাইফ সেভিং স্পোর্টসের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি পদক জয় করে ফিরলেন চুঁচুড়া কনকশালী কদমতলার জাতীয় সাঁতারু তিয়াশা মণ্ডল। একটি সংস্থা আয়োজিত জাতীয় স্তরের ওই প্রতিযোগিতা থেকে দুটি সোনা ও তিনটি রুপোর পদক নিয়ে ফিরেছেন। তিয়াশা শ্রীরামপুর কলেজের কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

গুজরাতে দমন জিও শহরে ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ওই প্রতিযোগিতা চলে। তিয়াশা বলেন, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলে লাইফ সেভিংয়ের কোর্স করতে হয়। চুঁচুড়াতেই সেই কোর্স করে রাষ্ট্রীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথমবার নেমেছিলেন তিয়াশা। আর প্রথম বারেই সাফল্য আসায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত তিয়াশা। তার বাবা অভিজিৎ মণ্ডল, মা ছবিতা ও দাদা অরিজিৎ পুরো পরিবারটা সাঁতারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

আসলে সাঁতারে কুশলী এবং পদকজয়ী হলেও জলে বিপন্ন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য পৃথক কোর্স করতে হয়। এটা জানার পরেই তিনি লাইফ সেভিংয়ের কোর্স করতে শুরু করেন। লাইফ সেভিংয়ের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলেও তিয়াশার স্বপ্ন ইংলিশ চ্যানেল পেরনো। তার ওই স্বপ্নটা আছেই। কিন্তু জলে জীবন বাঁচানোর প্রশিক্ষণ থেকে জাতীয় স্তরের পুরস্কার তার জীবনে একটা অন্য অর্থ এনে দিয়েছে। এতে বাংলা থেকে ১২ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com